CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 January 2022 ■ আগরতলা ১৯ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ৫ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক টার্ম ওয়ান পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

# রাজ্যে করোনা আরও বেশী আগ্রাসী বাড়ল রাতের কারফিউর সময়সীমা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।।** ত্রিপুরায় করোনার তান্ডবে পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। তাই, নৈশকালীন কারফিউর সময়ের সাথে মেয়াদ বৃদ্ধি করল ত্রিপুরা সরকার। ২০ জানুয়ারি থেকে রাত ৮টা থেকে নৈশকালীন কারফিউ বলবৎ হবে সারা ত্রিপুরায়। সাথে মাল্টিপ্লেক্স, শপিং মল, সিনেমা হল, পার্ক, পিকনিক স্পট, প্রদর্শনী এবং মেলা সম্পুর্ন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। শুধু তাই নয়, আগরতলা পুর নিগম এলাকায় সমস্ত সরকারী কার্যালয়ে ৫০ শতাংশ কর্মী উপস্থিত থাকতে পারবেন। একই সিদ্ধান্ত বেসরকারী অফিসগুলিকেও মানতে হবে। এছাড়া সমস্ত কীর্তনের অনুষ্ঠান ২৩ জানুয়ারির মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য ত্রিপুরা সরকার নির্দেশ দিয়েছে। আজ মন্ত্রিসভায় গৃহীত ওই সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিলেন তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ-বিষয়ে সবিস্তারে জানিয়েছেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, করোনার প্রকোপে বর্তমানে ত্রিপুরার পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। আগরতলা পুর নিগম এলাকার পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। তিনি বলেন, গতকাল পর্যন্ত আগরতলা পুর নিগম এলাকায় করোনা সংক্রমণের হার বেড়ে দাড়িয়েছে ২৩.১৫ শতাংশ। দশদিন আগে ওই হার ছিল ১৬.৯৫ শতাংশ। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় বর্তমানে ৬৪৯১ জন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৬১৫৯ জন হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। বাকিরা কোভিড কেয়ার সেন্টারে চিকিতাধীন আছেন। দিন তিনি গভীর চিন্তা ব্যক্ত করে বলেন, ১০ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৪ জনের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

| জেলা | বর্তমানে | এক সপ্তাহ আগে |
|---|---|---|
| পশ্চিম জেলা | ১৪.২১শতাংশ | ৪.০৬ শতাংশ |
| সিপাহীজলা জেলা | ৯.৫৫শতাংশ | ১.৫২ শতাংশ |
| খোয়াই জেলা | ১৩.০৪শতাংশ | ২.৩৬ শতাংশ |
| গোমতী জেলা | ১০.৭৭শতাংশ | ১.৬০ শতাংশ |
| দক্ষিণ জেলা | ৮.৩৬শতাংশ | ১.৪৩শতাংশ |
| ধলাই জেলা | ৮.০১শতাংশ | ১.০৬শতাংশ |
| উনকোটি জেলা | ১৩.৮১শতাংশ | ১.৩৪শতাংশ |
| উত্তর জেলা | ৪.১৪শতাংশ | ১.৫৬শতাংশ |

আজ তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী ত্রিপুরায় করোনার সার্বিক পরিস্থিতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, পশ্চিম জেলায় করোনার সংক্রমণের হার বর্তমানে ১৪.২১ শতাংশ। এক সপ্তাহ আগে ছিল ৪.০৬ শতাংশ। সিপাহীজলা জেলায় সংক্রমণের হার ৯.৫৫ শতাংশ। এক সপ্তাহ আগে ছিল ১.৫২ শতাংশ। খোয়াই জেলায় সংক্রমণের হার ১৩.০৪ শতাংশ। এক সপ্তাহ আগে ছিল ২.৩৬ শতাংশ। তেমনি গোমতি জেলায় সংক্রমণের হার ১০.৭৭ শতাংশ এবং এক সপ্তাহ আগে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## হাওড়া নদীতে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।।** রাজ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। খয়ের পুর এলাকায় হাওড়া নদীতে ভাসমান একটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা যায় স্থানীয় লোকজনরা মৃতদেহটি হাওড়া নদী দিয়ে ভেসে আসতে দেখেন। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ এসে হাওড়া নদী থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। হাওড়া নদী থেকে ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধার করা হলেও তার কোনো পরিচয় জানা যায়নি। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় খয়েরপুর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের টার্ম ওয়ান পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন শুরু

## ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ফলাফল ঘোষণার লক্ষ্যমাত্রা পর্ষদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।।** ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক টার্ম ওয়ান পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন আজ থেকে শুরু হয়েছে। ১৫টি সেন্টারে প্রায় ৪১৫০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ওই উত্তরপত্র মূল্যায়নে নিযুক্ত হয়েছেন। পর্ষদ সভাপতি ডা: ভবতোষ সাহা আশা প্রকাশ করে বলেন, চলতি মাসেই সমস্ত উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ সমাপ্ত করা লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে উত্তরপত্র মূল্যায়ন সমাপ্ত হলে ১৫ ফেব্রুয়ারির আগেই ফলাফল ঘোষণা দেওয়ার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, গত ২৯ ডিসেম্বর মাধ্যমিক এবং ৭ জানুয়ারি উচ্চ মাধ্যমিকের টার্ম ওয়ানের পরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। আজ ওই পরীক্ষার উত্তর পত্র মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। তাঁর কথায়, উচ্চ মাধ্যমিকে ৫টি সেন্টারে এবং মাধ্যমিকে ১০টি সেন্টারে উত্তরপত্র মূল্যায়ন হবে। তাতে, উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য প্রায় ১২৫০ জন এবং মাধ্যমিকের জন্য প্রায় ২৯০০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

তিনি জানান, বাংলা এবং ইংরেজি উত্তরপত্র সংখ্যায় অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় বেশি। বাকি বিষয়গুলি ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে মূল্যায়ন সম্ভব হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তাতে, চলতি মাসেই সমস্ত উত্তরপত্র মূল্যায়ন সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তাঁর দাবি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তরপত্র মূল্যায়ন সমাপ্ত হলে ১৫ ফেব্রুয়ারির আগেই ফলাফল ঘোষণা দেওয়ার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

তাঁর বক্তব্য, করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে টার্ম টু পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব না হলে টার্ম ওয়ানের ফলাফলের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা দেওয়া হবে। এদিন তিনি জানান, মাধ্যমিকে প্রায় আড়াই লক্ষ এবং উচ্চ মাধ্যমিকে প্রায় দেড় লক্ষ উত্তরপত্র মূল্যায়ন হবে।

## চাম্পাহাওয়র গাঁজা বাগান ধ্বংস করল পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।।** সারা রাজ্য জুড়েই চলছে সরকারের নেশা বিরোধী অভিযান। পুলিশ ও প্রশাসন সেই অভীষ্ট লক্ষ্যেই সক্রিয় রয়েছে। নেশামুক্ত রাজ্যের লক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে চলছে গাঁজা বাগান ধ্বংসের সুসংগঠিত অভিযান। বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে বেআইনি গাঁজার বাগান। বিশেষ করে উপজাতি জনপদের মহল্লায় বিস্তীর্ণ এলাকার জমিতে গাঁজার বাগান। আর এসব বাগান থেকেই রমরমিয়ে চলে গাঁজার ব্যাবসা। সোমবার চাম্পাহাওর থানাধীন আশারামবাড়ি এডিসি ভিলেজে সীমান্ত এলাকায় তুলশিরামবাড়িতে বাগান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# চব্বিশ ঘন্টায় রাজ্যে করোনা সংক্রমিত ১৩৮৫, মৃত ৪, সক্রিয় রোগী বেড়ে ৬৪৯১

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।।** ত্রিপুরায় করোনার ভয়াল থাবা আরও তীব্র হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার বেড়েছে, ফলে দৈনিক করনাক্রান্তের সংখ্যায় মারাত্মক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু, মৃত্যুর সংখ্যাতেও বৃদ্ধি দুশ্চিন্তা ভীষণভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে, আগামী দিনে ত্রিপুরায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। কারণ, করোনার দৈনিক সংক্রমণ প্রায় প্রতিদিন অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে এগিয়ে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই, দৈনিক সংক্রমণের হারও আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে চুড়মার করে দিয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, পশ্চিম ত্রিপুরা কার্যত করোনার এপিসেন্টারে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় সারা ত্রিপুরায় সবচেয়ে ঝুকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে।

ত্রিপুরায় গত ২৪ ঘন্টায় ১৩৮৫ জন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। অবশ্য চার শতাধিক করোনা আক্রান্ত সুস্থও হয়েছেন। কিন্তু, করোনা আক্রান্তের মৃত্যু নতুন করে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় আরও ৪ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। লাগাতর মৃত্যু করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এদিকে, সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬৪৯১।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআরে ৭৭৩ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৮৫৪৮ জনকে নিয়ে মোট ৯৩২১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৭৮ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ১৩০৭ জনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ১৯ থেকে ২১ জানুয়ারি রাজ্যব্যাপী কোভিডের বিশেষ টিকাকরণ অভিযান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।।** করোনার টিকাকরণে আবারও ত্রিপুরায় বিশেষ অভিযানের পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। আগামী ১৯ থেকে ২১ জানুয়ারি ওই বিশেষ অভিযানে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের টিকাকরণ হবে। তাতে ২ লক্ষ ১৩ হাজার ডোজ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ২১ লক্ষ ৫৩ হাজার ১৮৯ জনের কোভিডের টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। এখনো ৫ লক্ষাধিক যোগ্যদের টিকাকরণ বাকি রয়েছে।

সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও করোনার তান্ডব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে টিকাকরণের বিকল্প নেই,

ইতিমধ্যেই তা প্রমাণিত। তাই, টিকাকরণে দেশজুড়ে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। ত্রিপুরা অবশ্য তাতে অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৪৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ৮১৫টি কোভিডের ডোজ দেওয়া হয়েছে। তাতে, প্রথম ডোজ নিয়েছেন ২৭ লক্ষ ৪ হাজার ৩২ জন এবং দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন ২১ লক্ষ ৫৩ হাজার ১৮৯ জন। বুস্টার টিকা এরই মধ্যে নিয়ে ফেলেছেন ১৭ হাজার ৫৯৪ জন।

ত্রিপুরা টিকাকরণে সারা দেশের মধ্যে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। ১৮ উর্ধদের পাশাপাশি ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের টিকাকরণেও ত্রিপুরা সাফল্যের দিকেই এগিয়ে চলেছে। গত ৩ জানুয়ারি থেকে তাঁদের টিকাকরণ ত্রিপুরায় শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৯০ হাজার ২৫১ জন প্রথম ডোজ নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানিয়েছেন, আগামী ১৯ থেকে ২১ জানুয়ারি কোভিডের টিকাকরণে বিশেষ অভিযানের আয়োজন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাবার গুদামে দুঃসাহসিক চুরি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ জানুয়ারি।।** উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের আনন্দবাজার রাবার প্রডিউসারস সোসাইটির গুদামে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, সোমবার রাতে উত্তর জেলার যুবরাজ নগর বিধানসভার রাজনগর আনন্দবাজার রাবার প্রডিউসার্স সোসাইটির গোদামে চোরের দল হানা দেয়। সোসাইটির গোদামের গ্রীল কেটে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাকার রাবার শিট নিয়ে যায় চোরের দল। মঙ্গলবার সকালে রাবার প্রডিউসার্স সোসাইটির গ্রীল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ২৩৫টি পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।।** রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ২৩৫টি পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি আরও জানান, এই ২৩৫টি পদের মধ্যে রয়েছে ৫ জন স্টেশন অফিসার, সাব-অফিসার ১৫ জন, লিডিং ফায়ারম্যান ২৫ জন, ড্রাইভার ২৫ জন, ফায়ারম্যান ১৬০ জন এবং এলডি ক্লার্ক ৫ জন। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জানান, পূর্ত দপ্তরের অধীনে ১৮টি গ্রপ-বি নন গ্যাজেটেড (টেকনিক্যাল) সিনিয়র ড্রাফটম্যান পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। খুব শীঘই এই পদে লোক নিয়োগ করা হবে।

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আরও জানান, আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ২২টি সিডিপিও পদে লোক নিয়োগের জন্য ২২টি সিডিপিও পদ পুনরায় তৈরি করা হয়েছে। খুব শীঘই টিপিএসসি'র মাধ্যমে এজন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

## মোবাইল চুরি করতে গিয়ে ধৃত চোর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।।** গোমতী জেলা হাসপাতালে রোগী ও তাদের পরিবারের কাছ থেকে টাকা পয়সা ও মূল্যবান জিনিসপত্র চুরির ঘটনা প্রায়ই ঘটে চলেছে। চোর চক্রটি দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় রয়েছে। হাসপাতালে সিসি ক্যামেরা থাকলেও এতদিন চোরদের আটক করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাতে হাসপাতালে কর্মরত বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীরাও নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছিলেন। অবশেষে গোমতী জেলা হাসপাতালে মোবাইল চুরি করতে এসে হাতেনাতে আটক এক যুবক। আটক হওয়া যুবকের নাম নজুরুল ইসলাম। তার বাড়ি বিলোনিয়া রাঙ্গামোরা এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোমবার মধ্যরাতে গোমতী জেলা হাসপাতালে মোবাইল চুরি করতে গেলে রোগীর পরিবারের লোকজন দেখে ফেলেন। তখনই চোর নজুরুল ইসলামকে রোগীর পরিজনরা আটক করে উত্তম মধ্যম দিয়ে নিরাপত্তা কর্মীদের খবর দেন। খবর পেয়ে নিরাপত্তা কর্মীরা এসে তাকে আটকে রেখে রাধা কিশোর পুর থানায় খবর দেয়। পুলিশ এসে তাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসলে করোনার প্রকোপ পড়বে না অথচ পরীক্ষা দিলে কোভিড আক্রান্ত হবে, এই যুক্তি অবান্তর ঃ শিক্ষামন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।।** করোনার প্রকোপের জেরে পরীক্ষা বাতিলের দাবি নিয়ে ত্রিপুরায় পরীক্ষার্থী এবং বিরোধী ছাত্র সংগঠন তুমুল হইচই শুরু করেছে। আজ তার কড়া ভাষায় জবাব দিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন নাথ। তাঁর কথায়, ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসলে করোনার প্রকোপ পড়বে না, অথচ পরীক্ষা দিলে কোভিড আক্রান্ত হবে, এই এই যুক্তি অবান্তর। তিনি পরীক্ষার্থী এবং ছাত্র সংগঠনের ওই তত্বের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

আজ তিনি বলেন, করোনার প্রকোপে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। এখনো ওই ভাইরাসের তান্ডব জারি রয়েছে। তাই, বাধ্য হয়ে প্রাক-প্রাথমিক থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন স্থগিত রাখা হয়েছে। কিন্তু, অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত টিকাকরণের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন স্থগিত করা হয়নি।

তাঁর বক্তব্য, ছাত্রছাত্রীদের আরো ক্ষতি হোক তা কোনভাবেই কাম্য নয়। কিন্তু, পরিস্থিতির চাপে পড়ে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। তবে, তাদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে বিকল্প ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু, করোনার প্রকোপের অজুহাতে একাংশ পরীক্ষার্থী এবং ছাত্র সংগঠন পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে।

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিদ্যালয়ে আসলে করোনা প্রকোপ পড়বে না। কিন্তু, পরীক্ষা দিলে কোভিড আক্রান্ত হবে, এই যুক্তি অবান্তর। তিনি ওই তত্বের যৌক্তিকতা নেই বলে দাবি করেন। তাঁর আরও দাবি, স্বাস্থ্য দফতরের সাথে বিস্তারিত আলোচনা এবং পরামর্শ গ্রহণের পর অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয় খোলা রাখা এবং পরীক্ষা যথারীতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলা শহরের তুলসীবতী স্কুল পরিদর্শন করেছেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন ক্লাসে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছেন।

# খোয়াইয়ে নেশা কান্ডে পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলেও পুলিশের জালে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৮ জানুয়ারি।।** খোয়াইয়ে এন ডি পি এস ধারার মামলায় অভিযুক্ত শাসকদলীয় পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে এখন পুলিশের জালে। গ্রেপ্তার করার পর পুলিশ তাকে আদালতে সোপর্দ করেছে। আদালত তাকে তিন দিনের পুলিশি রিমান্ডে পাঠিয়েছে।

উল্লেখ্য, ঘটনা গত ১১ সেপ্টেম্বরের। এদিন বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে খোয়াই থানাধীন সিঙ্গিছড়ায় বিশাল পরিমাণের নেশা সামগ্রী সহ পুলিশ একজনকে পাকড়াও করে। যার ভিত্তিতে পুলিশ এন ডি পি এস ধারায় একটি মামলা লিপিবদ্ধ করে তদন্ত শুরু করে। যার নাম্বার ৯১/ ২০২১।

তদন্ত চলাকালীন সময়ে মামলায় অভিযুক্ত আরো দুইজন পুলিশের জালে উঠে। তিনজনকেই আদালত থেকে জেল হাজতে পাঠানো হয়। গত ৫ই জানুয়ারি প্রীতম পাল চৌধুরী নামে মামলার আরো এক অভিযুক্ত শাসকদলীয় কর্মী আদালতে আত্মসমর্পণ করলে তাকেও জেল হাজতে পাঠানো হয়। একই মামলার অপর অভিযুক্ত জয়ন্ত দেবও এখন পুলিশের জালে।

সোমবার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন তিনি। ধৃত জয়ন্ত দেব পশ্চিম সিঙ্গিছড়ায় পঞ্চায়েত প্রধান গোপাল দেবের ছেলে বলে জানা যায়। ধৃত জয়ন্ত দেবকে এদিনই আদালতে তুলে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আবেদন জানায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ১০৪ ◘ ১৯ জানুয়ারি ২০২১ ইং ◘ ৫ মাঘ ◘ বুধবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

## দেশের অর্থনীতি কোন পথে ?

জাতীয় পরিসংখ্যান অফিসের তরফে ২০২১-২২ সালের জাতীয় আয়ের প্রথম অগ্রিম অনুমান প্রকাশ করা হইয়াছে। যাহাকে ইংরেজিতে বলা হয় ফার্স অ্যাডভান্স এস্টিমেট অফ ন্যাশনাল ইকাম। এই সংক্রান্ত প্রেস রিলিজের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ৯.২ শতাংশ সংখ্যাটি। এনএসও আন্ডারলাইন করিয়াছে যে ২০২১-২২ (৯.২ শতাংশ) স্থির মূল্যে আনুমানিক মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি বৃদ্ধির হিসেবটা নেওয়া হইয়াছে ২০২০-২১ (-৭.৩ শতাংশ) সংকোচনের পরিপ্রেক্ষিতে। সরকারের মুখপাত্রদের মতে, আমরা ২০২০-২১ সালে এই পতন মুছিয়া ফেলিব এবং ২০১৯-২০ সালের তুলনায় ১.৯ শতাংশের মতো বৃদ্ধি রেকর্ড করিব। ২০১৯-২০ সালের স্থির মূল্যে জিডিপির পরিমাণ ছিল ১৪৫,৬৯,২৬৮ কোটি টাকা। ২০২০-২১ সালে, মহামারীর কারণে, জিডিপির পরিমাণ কমিয়া হইয়াছিল ১৩৫, ১২,৭৪০ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ সালে জিডিপির যে পরিমাণ ছিল, আমরা যখন সেটি অতিক্রম করিতে পারিতেছি শুধু তখনই বলিতে পারিব যে পতনচিহ্নটি মুছিয়া ফেলা গিয়াছে এবং আমরা ২০১৯-২০-র শেষে যেখানে ছিলাম সেখানে ফিরিয়া আসিয়াছি। এনএসও-র হিসেব অনুসারে, সেই ফলাফল সম্ভবত ২০২১-২২ সালে মিলিবে; আবার অনেক পর্যবেক্ষকের মতে, এটি সম্ভব নয়। কোভিড ১৯ এবং তাহার নতুন ভ্যারিয়েন্ট রক্তচক্ষু দেখাইবার ফলে সংশয় আরও গভীর হইয়াছে।আসুন, ফার্স অ্যাডভান্স এস্টিমেটের দিকে আরও ভালো করিয়া তাকাই। এনএসও অনুসারে, জিডিপি ১৪৫, ৬৯,২৬৮ কোটি থেকে সামান্য পরিমাণ (১,৮৪,২৬৭ কোটি) বা ১.২৬ শতাংশ বাড়িবে। পরিসংখ্যানের বিচারে অঙ্কটি নগণ্য। যদি কোনও একটি জিনিস ভুল হইয়া যায় তবে 'প্রজেক্টেড এক্সেস আউটপুট' কিন্তু হাওয়া হইয়া যাইবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি নাগরিকদের ব্যক্তিগত খরচাপাতি সামান্য কমিয়া যায় কিংবা কয়েকটি বাজারে রপ্তানি ব্যাহত হয় অথবা বিনিয়োগ কিছুটা বিলম্বিত হয়, তাহা হইলে অনুমিত 'অতিরিক্ত' অদৃশ্য হইয়া যাইবে। আমরা সর্বাধিক যেটা আশা করিতে পারি তাহা হইল, ২০২১-২২ সালে, স্থির মূল্যে জিডিপি সমান হইবে এবং সেটা ১৪৫,৬৯,২৬৮ কোটি টাকার নিচে নামিবে না। এই সংখ্যা বা সাফল্য অর্জনের অর্থ এটাই দাঁড়াইবে যে, ভারতীয় অর্থনীতির আউটপুট লেভেল (অর্থাৎ উৎপন্ন পণ্য ও পরিষেবার পরিমাণ), দু'বছর পরে, ২০১৯-২০ সালের মতোই হইবে। ভারত আজকের বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত গতির অর্থনীতি, কিংবা তেমনটাই হইবে এমন অহঙ্কার করার কোনও জায়গা নাই। জিডিপি ঝপ করিয়া পড়িয়া গিয়াছে, তাই উত্থানটি চমকপ্রদ মনে হইয়াছে! জিডিপি যদি আরও দুম করিয়া পড়িয়া যাইত, উত্থানটি আরও দর্শনীয় বা চমকপ্রদ লাগিত!

মানুষের কথাবার্তায় আলোচনায় অবশ্য জিডিপির চাইতে বেশি গুরুত্ব পাইতেছে গ্যাস, ডিজেল ও পেট্রলের দাম। বেকারত্ব নিয়া উদ্বেগ রহিয়াছে। সিএমআইই-র হিসাবে, শহুরে বেকারত্বের হার ৮.৫১ শতাংশ এবং গ্রামীণ বেকারত্বের হার ৬.৭৪ শতাংশ। তবে বাস্তবটা আরও ভয়াবহ! 'চাকরি'-তে নিযুক্ত অনেক ব্যক্তি 'ছদ্ম বেকার' হইয়া পড়িয়াছেন। উদ্বেগ রহিয়াছে ডাল, দুধ, রান্নার তেলের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম নিয়া। শিশুদের শিক্ষা নিয়া উদ্বেগ রহিয়াছে। গ্রামীণ ভারতে এবং দেশের শহুরে দরিদ্র অঞ্চলগুলিতে গত দু'বছরে ছোট ছেলেমেয়েরা কোনও রকম পড়াশোনার সুযোগ পায়নি। শঙ্কা রহিয়াছে নিরাপত্তার প্রশ্নে। বিশেষভাবে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ নিয়া মানুষ উদ্বিগ্ন। মহামারী এবং করোনার নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট নিয়াও মানুষ ভীষণ ভয়ে আছে।

জনগণের প্রকৃত উদ্বেগকে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা গুরুত্ব দেন না। বিভিন্ন নির্বাচনী যুদ্ধের ভিতরেই মোক্ষ খুঁজিয়া নিয়াছেন তাঁহারা।

## তসলিমা নাসরিনের মরনোত্তর দেহদানের অঙ্গীকারে সাড়া সামাজিক মাধ্যমে

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : "আমি চাই আমার মৃত্যুর খবর প্রচার হোক চারদিকে। প্রচার হোক যে আমি আমার মরণোত্তর দেহ দান করেছি হাসপাতালে, বিজ্ঞান গবেষণার কাজে। কিছু অঙ্গ প্রতিস্থাপনে কারও জীবন বাঁচুক। কারও চোখ আলো পাক। প্রচার হোক, কিছু মানুষও যেন প্রেরণা পায় মরণোত্তর দেহ দানে।" এভাবে ফেসবুকে মরণোত্তর দেহ দানের অঙ্গীকার করলেন চিকিৎসক-লেখিকা তসলিমা নাসরিন। ফেসবুকে তাঁর এই পোস্টে মঙ্গলবার বেলা পৌনে চারটা পর্যন্ত লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ১৩ হাজার, ৬৮ ও ২৭৭। তসলিমা লিখেছেন, "অনেকে কবর হোক চান, পুড়ে যাক চান, কেউ কেউ চান তাঁদের শরীর পোড়া ছাই প্রিয় কোনও জায়গায় যেন ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কেউ কেউ আশা করেন তাঁদের দেহ মমি করে রাখা হোক। কেউ আবার বরফে ডুবিয়ে রাখতে চান, যদি ভবিষ্যতে প্রাণ দেওয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার হয়! অসুখ বিসুখে আমি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করি এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত করবো। কোনও প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিতে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, ঠিক যেমন বিশ্বাস নেই কোনও কুসংস্কারে। জীবনের একটি মুহূর্তেরও মূল্য অনেক। তাই কোনও মুহূর্তই হেলায় হারাতে চাই না। মরার পর আমরা কিন্তু কোথাও যাই না। পরকাল বলে কিছু নেই। পূনর্জন্ম বলে কিছু নেই। মৃত্যুতেই জীবনের সমাপ্তি। আমার জীবন আমি সারাজীবন অর্থপূর্ণ করতে চেয়েছি। মৃত্যুটাও চাই অর্থপূর্ণ হোক।"

## উত্তরপ্রদেশ ভোটের আগে ৮ ফেব্রুয়ারি লখনউ যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : বাংলার বিজেপিকে পর্যুদস্ত করার পর এবার উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে যোগীরাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি লখনউয়ে অখিলেশের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল নির্বাচনী সভায় অংশ নেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি সাংবাদিক বৈঠকও করবেন তৃণমূল নেত্রী। মঙ্গলবার কালীঘাটে তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর একথা জানালেন সমাজবাদী পার্টি নেতা কিরণময় নন্দ।

এদিন কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অখিলেশ যাদবের দূত কিরণময় নন্দের বৈঠকে কী বেরিয়ে আসে তা নিয়ে প্রবল আগ্রহ ছিল রাজনৈতিক মহলের। বৈঠক শেষে কিরণময় নন্দ বলেন, উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে অখিলেশের সঙ্গে সভা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি ভার্চুয়াল সভা হবে হবে লখনউতে এবং অন্যটি হবে বারাণসীতে। কিরণময়বাবু বলেন, "বিজেপি রিরোধী আন্দোলনে গোটা দেশের মুখ এখন মমতা। ওখানে প্রচারে ভীষণ কড়াকড়ি। পাঁচ জনের বেশি সভা করা যাবে না। এমন প্রচার আমি দেখিনি। নরেন্দ্র মোদীর সভায় লোক হচ্ছে না। অখিলেশের সভায় মানুষের ঢল নেমে যাচ্ছে। এটা দেখে আতঙ্কিত বিজেপি।"

কেন পাশে চাইছেন মমতাকে? কিরণময় নন্দ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু বাংলার মুখ্যমন্ত্রীই নন, ২০২১ এর ভোটের পর উনি বিজেপির বিরুদ্ধে একটি জাতীয় মুখ। মমতা প্রচারে গেলে আমাদের সমর্থকরা উদ্বুদ্ধ হবে। পাশাপাশি রাজ্যের বিজেপি বিরোধীরাও উতাহ পাবে। মমতার সভা হবে ভার্চুয়াল। যদি আমরা স্বাভাবিক সভা করতে পারতাম তাহলে লাখ লাখ মানুষের ঢল নামতো মমতার সভায়।

# মানবতার পূজারী বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ

**সুকমল দালাল**

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চেতনার মূলে ছিল মানবকল্যাণ। তিনি মানবতাকে প্রাধান্য দিয়ে জীবন ও কর্মের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। অন্ধ কারছন মানুষকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। ঠাকুর রামকৃষ তাঁর প্রিয় ভাবশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেমের বন্ধনে নিবিড়ভাবে বেঁধে দিয়েছিলেন। যা কখনো শিথিল হয়নি। সেই প্রেম মানবপ্রেম, যা জাগতিক টাকা পয়সা, বিষয় সম্পত্তির উর্ধ্বে ছিল। স্বামীজি তাঁর দুর্জয় সাহস, যুক্তিবাদ, একান্তিক নিষ্ঠা এবং ধর্মের সারবস্তার প্রতি বিজ্ঞানমুখী অনুরাগ গোছে দিয়েছিল।

আঠারোশো শতকের প্রথম দিকে ভারতবর্ষে শুরু হয়েছিল এক চরম নৈরাজ্য। ধর্মজীবন, মানবজীবন, রাষ্ট্রজীবন সব ক্ষেত্রেই চলছিল সীমাহীন অরাজকতা। শুরু হয় হানাহানি, নিষ্পেষণ, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। অবধি ঢুকে পড়েছিল। সংকীর্ণতার বাতাবরণে একান্তবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে যায়। মানুষের শুভবুদ্ধির হারিয়ে যেতে বসে। এমন সময় এই চরম আত্মকেন্দ্রিক মানুষগুলোকে দেখে স্বামীজির মন ব্যথিত হয়ে উঠেছিল। পরিব্রাজক রূপে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্য ভ্রমণ করলেন।চোখের সামনে দেখলেন অজ্ঞ এবং দরিদ্র মানুষের অসহ্য কষ্ট। বিবেকানন্দ তখন মাদ্রাজের সমুদ্র সৈকতে। ধীবর পরিবারগুলোর সানিধ্যে এসে তিনি নিজের অশ্রু "সংবরণ করতে পারেননি। তিনি দেখলেন জেলেদের সংসারে চরম অভাব। জেলেরা তাদের পরিবারের জন্য আধপেটা খাবার জোগাড় করতে পারে না। দারিদ্র তাদের নিত্যসঙ্গী। সেই ভয়ংকর পরিবেশে এসে বুভুক্ষু মানুষ গুলোর খিদের জ্বালা দেখে

বুক ফেটে কানা বেরিয়ে এসেছে। তিনি নিজের কপাল চাপড়ে ঈশ্বরকে অভিমান করে বলেছিলেন, 'হে ঈশ্বর তুমি আমাকে কেন পৃথিবীতে এনেছ। মানুষের এই অসহনীয় কষ্ট আমি আর সহ্য করতে পারছি না'। সেইসব বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানুষের খুব অভাব। হয়ে উঠেছিল তুচ্ছ। তিনি আজীবন অতি সাধারণ জীবনযাপন করেছেন। নিজেকে ভোগবিলাসের মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। তিনি দুঃখী মানুষের কথা ভেবেছেন। ভালোবাসার ব্রতকে বেছে নিয়েছেন। সব সময় তাঁর মধ্যে ভালোবাসা বারিধারা প্রবাহিত হয়েছে। বিবেকানন্দ ছিলেন উদার। সর্ব ধর্মে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি প্রতিটি ধর্মকে সম্মান, সহিষ্ণুতা সহমর্মিতা দেখিয়েছেন। যা কিছু ভালো, সুন্দর তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার উন্মেষ না ঘটলে ভারতবর্ষের মানুষ পিছিয়ে পড়বে। মানুষের কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা অধরা থেকে যাবে। পৃথিবী জুড়ে চলা শিক্ষা বিপ্লবের সঙ্গে তিনি পরিচয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সামগস্য রেখে তিনি শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করেছিলেন। এমন মহতী উদ্যোগে সমাজপতিদেরও রক্তচক্ষুও আটকাতে পারেনি। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন রামক্রিয়ান মিশন, আলমোড়া ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠা করলেন বিস্ময়কর অমরকীর্তি বেলুড় মঠ। বর্তমান সময়ে রামকৃষ্ণ মিশন পৃথিবীর জুড়ে বহু শাখা প্রশাখা মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। যা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানগুলো এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

জাতপাত ব্যবস্থা আমাদের দেশের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়। বিবেকানন্দ খুব কাছে থেকে দেখেছেন নিম্নবর্ণ মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করার কী নির্মম যন্ত্রণা। জাতিভেদ প্রথায় মানুষর মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে। তৎকালীন সমাজপতি ও শাস্ত্রীর পন্ডিতেরা সমাজে প্রভাব দেখিয়ে এক বিরাট গোষ্ঠীকে দাবিয়ে রাখতেন। সেইসব শ্রেণীর মানুষক্রমশ নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। বিবেকানন্দ অংশকে বাদ দিয়ে কোনো জাতি মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারে না। মানুষের দুর্গতি ও কষ্ট দেখে তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সমাজের এই বৃহত্তর অংশকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি আকুল আহ্বান জানালেন। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিকতাবাদ ও কর্মবাদের সাধক, যার প্রকৃতি হলো মানবকল্যাণ। বিবেকানন্দের ঈশ্বর হলেন দরিদ্র, লাঞ্ছিত, অভুক্ত, নিপীড়িত মানুষ্য। মানবতার মূর্ত প্রতীক বিবেকানন্দ এই দিলেন। তিনি বলেছিলেন "হে ভারত ভুলিও না, নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন করো, সদর্পে বলো - আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বলো, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চাল ভারতবাসী আমার ভাই। বলো ভাই ত ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ, আমার কল্যাণ..."

বিবেকানন্দ প্রেম, ভালোবাসা এবং সেবাকে পাথেয় করে মানুষকে ভালোবেসে মানবতাকে আঁকড়ে ধরলেন। অজ্ঞ, দরিদ্র, মৃতপ্রায় জাতিকে শান্তির পথ দেখানোর জন্য তাঁর আবির্ভাব। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদার অপার স্নেহ ও ভালোবাসায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী। মানব জাতির জাগতিক কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে তিনি সন্যাস জীবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর মহামূল্যবান বাণী মানুষকে ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। আজ অনেক ক্ষেত্রে মানুষ সংকীর্ণতার গন্ডি অতিক্রম করে মানুষ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মানুষের বিবেক বোধ জাগ্রত হয়েছে। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি শিবজ্ঞানে জীবসেবার মধ্যে খুঁজে বেড়িয়েছেন জীবনের স্বার্থকতা। যুগে যুগে স্বামী বিবেকানন্দের মহান বাণী ও তাঁর দেখানো পথে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হবে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

# দৃশ্যের জন্ম হয়

**তিলোত্তমা মজুমদার**

দুই বছরের বেশি হয়ে গেল পৃথিবী মহামারক অসুখে ভূগছে। ভাইরাসে -মানুষে এক অদ্ভুত লড়াই। 'অসম যুদ্ধ' বলা চলে না। অসুখটি 'মহামারী' না 'অতিমারী'---এই বিতর্ক যখন প্রবল, গবেষক ও বৈজ্ঞানিকগণ চিন্তিত, চিকিৎসকগণ দিশাহারা, নির্দিষ্ট ওষুধ নেই, চিকিৎসার কোন ও নির্ভরযোগ্য রূপরেখা নেই, তখনও এই যুদ্ধ 'অসম' ছিল না। কারণ সেই সময় বিশ্বজুড়ে চিকিৎসক, অন্যান্য চিকিৎসাকর্মী, নানা স্তরের সমাজবন্ধুরা যেভাবে নিজেকে তুচ্ছ করে অপরের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন, যে আবেগ ও দায়িত্ববোধ নিয়ে মানুষের সেভা করেছিলেন তাঁরা, ফলে কেউ নিজে অসুস্থ হয়েছেন, কেউ প্রাণ দিয়েছেন, একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ও দক্ষ সেনানীর মতো—তাতে মানুষের শক্তি ও মহত্ত্ব আরও একবার প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু সেই মহতের দলে কি সকলেই শামিল ছিলেন? এখন আমরা খানিকটা শ্লাঘার সঙ্গে জানি পরাজয় যদি হয়ে থাকে তা ওই ভাইরাসের, কারণ নিরন্তর নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে সে নিজেকে বদলে ফেলছে এবং শক্তিক্ষয় করছে।

হতে পারে, আবার সে শক্তি বাড়িয়ে ফিরে এল, যুদ্ধের নিয়মে আবার শুরু হল জীবন মরণের খেলা। তখন কি আবার জগৎ দেখবে কতিপয় মানুষের আত্মনিয়োগ, আর অধিকাংশের চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতা? সম্ভবত তাই, কারণ, মৃত্যু এসে দুয়ারে ঘন ঘন কড়া নেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও, গণচিতার উন্মত্ত আগুনে চোখ ঝলসে যাওয়া সত্ত্বেও, কোভিডে মৃত প্রিয়জনের শেষকৃত্য করণের অধিকার হারানো সত্ত্বেও আমরা কিছুই শিখিনি। ছুতো পেলেই আমরা বেরিয়ে পড়ছি রাস্তায়। মেলায় আমোদ করছি, ফুটপাথে ফুচকা খাচ্ছি, পাবে মদ্যপান, মদের দোকানে লাইন, বাজারে ঘাড়ে ঘাড়ে দাঁড়িয়ে দরদস্তুর, পুজো দেখা, সাজগোজ, বিসর্জনে তাথৈ নৃত্য সব করে চলেছি—শুধু মুখে একখানি আবরণ দিতে আমাদের দারুণ অনীহা। ওই একফালি কাপড়ে রোগ আটকায়? দুর দুর। যত ফাঁকা বুলি, কেউ মনে করেন, কারও ধারণা, মহামারী, অতিমারী কিছুই ঘটেনি, সব রাজনৈতিক চক্রান্ত, এমনকী, মাস্ক পরার নিদান পর্যন্ত রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক। জনগণ মুখ ঢাকলে রাজনীতিতে কী অভীষ্ট লাভ হয়। বোঝা যায়নি, কিন্তু এই মতে বিশ্বাসীর সংখ্যা নগণ্য নয়। কারও মাস্ক পরলে গাল কুটকুট করে, তাই তারা মাস্ক পরেও গলায় দলা পাকিয়ে রাখেন। কেউ মাস্ক নামিয়ে গুটখা চিবিয়ে, বা বিরিয়ানি খেয়ে, দু'কাপ চা পন করে আবার

মুখ চাপা দিয়ে দেন। এই যে এতক্ষণের মুখ-খোলা, তাতে তিনি অসুখে আক্রান্ত হতে পারেন তিনি রোহবাহক হলে আরও শতকনকে রোগী করে তুলতে পারেন—এই বোধ নেই, বা থাকলেও পরোয়া করেন না। কেউ কেউ আবার গুরুমন্ত্রের মতো বিশ্বাস করেন, তার কিছু হবে না। এই সমস্তই আর কিছুই নয়, অপরিমেয় দায়িত্বজ্ঞানীনতা। অতি নিচু স্তরের বেপরোয়া মনোভাব এই পরোয়া না করা যেমন নিজের পক্ষে ক্ষতিকারক, তেমনই অপরের।

কোভিডের নবতম রূপ 'ওমিক্রন' তৃতীয় তরঙ্গ হয়ে আসার পরেও দেখা গিয়েছে কোনও দেশে লকডাউন, কোথাও উদ্দাম উৎসব। আমাদের কলকাতা শহরের ছবিও কিছুমাত্র বদলায়নি। যিশুর জন্মদিন, নতুন বছর, শীতের আমেজ নিয়ে তুমি আমি একই আছি দু'জনে যা ছিলাম আগে। নিউ মার্কেটে মাস্কবিহীন থিকথিকে ভিড়, একেবারে দুধের শিশু থেকে আশিস্পর্শী—বাদ নেই কেউই। ঠিক একই চিত্র পার্ক স্ট্রিটে, অন্যান্য জায়গায়, খাবারের দোকানে, বিলাসের, বৈভবের, শখের পশরাভরা দোকানে, বিলাসের, বৈভবের, শখের পশরাভরা দোকানে। যদিও খবর ছিল, এবারের এই নবরূপী কোভিড শিশুদেরও আক্রমণ করছে। ও যা হবে হোক, বচ্ছরকার দিনে একটু আনন্দ করবে না মানুষ?

আনন্দ। ঠিক কেমন আনন্দ? কীসের আনন্দ? আনন্দ জিনিসটা কী? যানবহুল রাস্তায়, প্রায় উড়ে চলে যাচ্ছে বাইক। কানফাটানো শব্দ, অন্য গাড়ি কাটিয়ে এঁকেবেঁকে উন্মত্ত গতিতে চলেছে, এমন সেই বাঁক যে ভূমি ছুঁয়ে ফেলে প্রায়। সাধারণত দু'জন আরোহী, কখনও তিনজন। হেলমেট থাকে আবার থাকেও না বেশিরভাগ। কী হবে? পুলিশ পাইল নেবে? সে ধরলে তখন দেখা যাবে। কিন্তু দেখার আগেই যদি কিছু হয়ে যায়?

ট্রাফিকের নির্দেশ অমান্য করে, গতিসংক্রান্ত বিধি না মেনে, গাড়ি চালানোর কানুন পরোয়া না করে, এই যে ছুটে চলা, এ কেন? আনন্দ। হাওয়ার বেগে ওড়ার আনন্দ। বেপরোয়া হতে পারার উল্লাস যে ছদ্ম-আত্মবিশ্বাসের স্বাদ দেয়, সেই দম্ভের আনন্দ। কিন্তু হঠাৎ যখন মুহূর্তে হাতের বাইরে চলে যায়? ধাক্কা, উলটে যাওয়া, পিছলে ছিটকে পড়া, আরও কত। যদি খুলি চুরমার হল তো মিটে গেল, যদি না হয়, তার পরিণতি টের পাওয়া যায়। হাসপাতালের বিছানায়।

কেউ বলতেই পারে, আমার বাইক, আমার শরীর, আমার মাথা, আমি যা খুশি করব। আপনার কী? অবশ্যই আমার কিছু আপনার দায়িত্বজ্ঞানহীন উন্মত্ততা অন্য কোনও ব্যক্তির ক্ষতি করতে পারে, সেই ক্ষতির অধিকার আপনার নেই। আপনার নিজের ক্ষতি করার অধিকারও আপনার নেই কারণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যর পরিসর অসীম নয়। কোনও একটা জায়গায় আপনি সমাজের মুখাপেক্ষী, সমাজ আপনার। আইন না-মানার অদ্ভুত অসুখ কোভিডের চেয়েও ভয়ংকর, কারণ এর কোনও বড়ি গিলিয়ে বা ছুঁচ ফুটিয়ে দেওয়া প্রতিষেধক নেই। শিক্ষা ও চেতনার যে -পর্যায়ে উত্তরণ হলে আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়, অপরের সুবিধা ও অধিকার রক্ষা নাগরিক কর্তব্য এই বোধ জন্মায়, আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণকে সেখানে নিয়ে যেতে আরও বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে। খোনে আইন লঙ্ঘন বীরত্বের প্রকাশ। কোথাও আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। অপরের ভালর কথা না ভেবে নিজের ইচ্ছা, নিজের যাপন, নিজের প্রাপ্তি এবং বেপরোয়া স্বেচ্ছাতারিতাই 'অধিকার' বলে মনে করা হয়। এই প্রসঙ্গে আবার এসে যায় কোভিডের কথা। পঁচিশে ডিসেম্বর ও পয়লা জানুয়ারিতে পথে পথে আমাদের ঢল নেমেছিল। অন্যায় ও নিন্দনীয় সেই জনস্রোত। কিন্তু গঙ্গাসাগরের বেলায়? প্রশাসন সতর্ক করেছে। আদালত কঠোরভাবে বিধি মানতে বলেছে। কোথায় কীৎ সেই গায়ে গা লাগা অগণিত মানুষ মাস্কহীন, নিয়ম বা নির্দেশের প্রতি আনুগত্যহীন এই সাগরজলে ডুব কি এক অর্থে চূড়ান্ত স্বার্থপরতার পরিচায়ক নয়? এরকম সমাবেশ, এবং এর মতো আরও অনেক? যা শুধু নিজ পূণ্য, নিজ সংকল্প, নিজ আচার, আর সবকিছু যেখানে গুরুত্বহীন? যে ধর্মাচার সমাজের হিতাহিত ভাবতে শেখায় না, তাতে মানুষের কোনও উপকার?

এতদ্সত্ত্বেও এই ধরনের সমাবেশ বন্ধ করা যায় না। কারণ আইনের কঠোর প্রয়োগ বাস্তবায়িত করতে পারে যে সার্বিক রাজনৈতিক শক্তি, আমাদের দেশে, সে নিজেই উদাসীন ও বেপরোয়া। এখানে একই সঙ্গে সহাবস্থান করে রোগাকীর্ণ অঞ্চল বিচ্ছিন্নকরণ, এবং রাজনৈতিক জনসভা।

অথচ, শোনা যায়, প্রাণীমাত্রই প্রাণরক্ষার চাগিদে যা কিছুই করতে পারে। প্রাণের চেয়ে, জীবনের চেয়ে প্রিয় আর কিছুই হতে পারে না। এদেশে আত্মহত্যা বেআইনি, ধর্মের নিরিখে আত্মহত্যা মহাপাপ। কিন্তু চারিদিকে যে আত্মপ্রাণ হননের ঠুনকো খেলা দেখি, তাতে মনে হয় মানুষের কাছে প্রাণের চেয়ে আমিত্ব বড়। জীবনের চেয়ে আত্মসর্বস্বতা বেশি দামি। সুস্থ বেঁচে থাকার চেয়ে বড় ক্ষণিক উত্তেজনার সুখ।

এই মাত্র কিছুদিন আগের ঘটনা, হুগলি সেতু থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়ার বেআইনি খেলায় মেতেছিল কয়েকজন তরুণ। তাদের একজন সেই যে ঝাঁপ দিল, আর উঠল না। এখানে মূল্য পেয়েছিল ঝাঁপানোর উত্তেজনা এবং সেই মুহূর্তের ছবিতে বন্দি করে রাখার তাগিদ। উঁচু থেকে জলে ঝাঁপানোর কৌশল জানা চাই, তার প্রশিক্ষণ চাই, উপযুক্ত শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে নেওয়া চাই, আর চাই সঠিক জায়গা। এখানে একটি বিষয়ও বিবেচিত হয়নি। যেহেতু সবসময় হাতের মুঠোয় ক্যামেরা, প্রত্যেকটি অতীত হতে থাকা মুহূর্ত ধরে রাখার গভীর অসুখ আমাদের। কিংবা প্রতি মুহূর্তে কথা বলার আকঙ্ক্ষা । মাঝে মাঝেই খবর পাওয়া যায়, কানে ফোন নিয়ে ট্রেন লাইন পেরতে গিয়ে মৃত্য, রাস্তায় বাসের ধাক্কা। রেললাইনে ধাঁড়িয়ে সেলফি তুলতে গিয়ে মৃত্যু। বছরখানেক আগে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল, সদ্যবিবাহিত ভারতীয় দম্পতি, বিজ্ঞানের গবেষক উভয়েই—আমেরিকায় কোনও পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে খাদের ধারে দাঁড়িয়ে য়ুগল সেলফি তুলেছিলেন। সহসা মাটি খসে দু'জনেই অতলে তলিয়ে যান। খুব কি প্রয়োজন ছিল, অতখানি বেপরোয় হওয়ার? ঠিক ওই জায়গাটিতে সতর্ক থাকার নির্দেশ ছিল। কিন্তু তাঁদের কাছে জীবিত মুহূর্তের চেয়ে বড় হয়ে উঠল বেপরোয়া ঝুঁকির রোমহর্ষক মুহূর্তের ছবি। সেই মেয়েটির কথা প্রায়ই মনে পড়েয় যাঁরা তাঁকে চিনতেন, তাঁদের সকলের মনে পড়ে। পর্বতারোহিণী সেই মেয়ের নাম ছন্দা গায়েন। কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে গিয়ে দারুণ ঝড়ে আরও দুই শেরপা সমেত চিরতরে হারিয়ে গেলেন তিনি। সাহসিনী ছন্দা বড় বেশি ঝুঁকি নিয়েছিলেন। আবহাওয়া একেবারেই অনুকুল ছিল না, সঙ্গীরাও এগতে সাহস করেননি, শেরপাদের নিষেধও শোনেননি, জয়ের নেশায় মৃত্যুর দিকে হেঁটে গেলেন মাত্র ৩৫ বছর বয়সে।

তাই বলে অভিযানে যাবেন না কেউ? রোমহর্ষক উত্তেজনার সন্ধান করবেন না? উৎসবে ব্যসনে গা ভাসিয়ে দেবেন না? নিশ্চয়ই দেবেন। কিন্তু সবকিছুই যে জীবনের জন্য বেঁচে থাকার আনন্দ সঞ্চয়ের জন্য। জীবনও মৃত্যু উভয়েই অনিশ্চয়। তবু শেষ পর্যন্ত জীবনের পক্ষেই মানুষকে লড়তে হয়। সেখানে যাঁরা নির্ভীক সৈনিক, তাঁদের পাশে থাকা, সচেতনভাবে, দায়িত্বজ্ঞানে নিজেরও অপরের অস্তিত্ব সমীহ করা নৈতিক কর্তব্য।

যে প্রশাসন যত বেশি আইন প্রয়োগ করতে পারে, সে তত সফল। ঠিক। কিন্তু প্রশাসনের কান্ডারি যে নাগরিক, তারা সুশীল ও সচেতন না হলে প্রশাসন বিচ্ছিন্নভাবে কী করতে পারে? (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

# চিকিৎসকদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রয়াত কালজয়ী কার্টুনস্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথ

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল, প্রয়াত হলেন বিভিন্ন কালজয়ী কার্টুনের স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। মঙ্গলবার সকাল সওয়া ১০টা নাগাদ দক্ষিণ কলকাতার মিন্টো পার্কের কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হন তিনি। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকাল থেকেই হৃদ্‌যন্ত্রে সমস্যা হচ্ছিল প্রবীণ এই কার্টুন শিল্পীর। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে। তাঁর রক্তচাপ ওঠানামা করছিল। সব ধরনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু চিকিৎসায় সাড়া দেননি নারায়ণ দেবনাথ। কষ্ট হচ্ছিল শ্বাস নিতেও। এরপর সওয়া ১০টা নাগাদ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

গত ২৪ ডিসেম্বর নারায়ণ দেবনাথকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ফুসফুস থেকে কিডনির সমস্যা বাড়ছিল। রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমছিল। অবস্থার বিপজ্জনক অবনতি হওয়ায় ১৬ জানুয়ারি তাঁকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়। বয়সজনিত নানা সমস্যায় ভুগছিলেন কয়েক বছর ধরেই। হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যাওয়ায় গত রবিবার রাতেই তাঁকে দুই ইউনিট রক্ত দেওয়া হয়। শরীরের অন্যান্য প্যারামিটার স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু, মঙ্গলবার আচমকাই খারাপ হয়ে যায় নারায়ণ দেবনাথের শারীরিক অবস্থা। এর আগেও একাধিক বার হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছিল তাঁকে। চিকিৎসার ভার নিয়েছিল রাজ্য সরকার। তৈরি হয়েছিল চিকিৎসকদের একটি আলাদা দল। কিন্তু এ বার আর বাড়ি ফেরা হল না ''হাঁদা, ভোঁদা'', ''বাঁটুল'',-দের স্রষ্টার।

১৯২৫ সালে হাওড়া জেলার শিবপুরে জন্ম নারায়ণ দেবনাথের। স্কুলের পাঠ চুকিয়ে তিনি আর্ট কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে বন্ধ হয়ে যায় আর্ট কলেজে পড়া। তার পর কয়েকটি বিজ্ঞাপন সংস্থার হয়ে কাজ করেন। নারায়ণ দেবনাথের অমর সৃষ্টি 'বাটুল দি গ্রেট', 'হাঁদা ভোঁদা', 'নন্টে ফন্টে', 'বাহাদুর বেড়াল' প্রভৃতি। ২০১৩-য় তাঁকে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার এবং বঙ্গবিভূষণ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ২০২১ সালে পান পদ্মশ্রী।

# নারায়ণ দেবনাথের প্রয়াণ কমিকস জগতের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি : মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): না-ফেরার জগতে চলে গেলেন 'বাটুল দি গ্রেট', 'হাঁদা ভোঁদা', 'নন্টে ফন্টে'-দের স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথ। বিশিষ্ট শিশু সাহিত্য শিল্পী ও কার্টুনিস্ট নারায়ণ দেবনাথের প্রয়াণে মর্মাহত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'প্রখ্যাত সাহিত্যিক, চিত্রকর, কার্টুনিস্ট এবং শিশু জগতের জন্য কিছু অমর চরিত্রের স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথ আর নেই, এটা অত্যন্ত দুঃখের। তাঁর সৃষ্টি বাঁটুল দি গ্রেট, হাঁদা ভোঁদা, নন্টে-ফন্টের চরিত্র কয়েক দশক ধরে আমাদের হৃদয়ে স্থান করে আছে।' গত ২৪ ডিসেম্বর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ফুসফুস থেকে কিডনির সমস্যা বাড়ছিল। রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমছিল। অবস্থার বিপজ্জনক অবনতি হওয়ায় ১৬ জানুয়ারি তাঁকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার সকাল সওয়া ১০টা নাগাদ দক্ষিণ কলকাতার মিন্টো পার্কের কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হন তিনি। বাঁটুল দি গ্রেট, হাঁদা ভোঁদা, নন্টে ফন্টে, বাহাদুর বেড়াল প্রভৃতি চরিত্রের স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথ সমস্ত বয়সের মানুষের মনে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে ২০১৩ সালে 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মান প্রদান করে। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, পদ্মশ্রী সম্মান, সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার ছাড়াও তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি লিট ডিগ্রি পান। মুখ্যমন্ত্রী শোক-বার্তায় জানিয়েছেন, নারায়ণ দেবনাথের প্রয়াণে সাহিত্য সৃজনশীলতা ও কমিকসজগতের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। তাঁর পরিবার, বন্ধু বান্ধব, পাঠক ও অগণিত অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা।

# সস্তার রাজনীতি করবেন না, পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলো প্রসঙ্গে মন্তব্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : সাধারণতন্ত্র দিবসের পশ্চিমবঙ্গের 'সুভাষ' ট্যাবলো বাদ যাওয়া নিয়ে 'সস্তার রাজনীতি বন্ধ করুন।' ট্যাবলো বাদ পড়ার ব্যখ্যা দিতে গিয়ে টুইট করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরুর পর নীরব ছিল কেন্দ্র। বিতর্ক বাড়লেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ কোনও বিবৃতি বা ব্যখ্যায় যাননি। এমনকি ট্যাবলো নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতার চিঠিরও কোনও জবাব এসেছে বলে শোনা যায়নি। এই প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কোনও মন্ত্রী জবাব দিলেন। নির্মলার বক্তব্য, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে নিয়ে বাংলার ট্যাবলো বাদ পড়াটা নেহাৎই 'কাকতালীয়' ব্যপার। কারণ ট্যাবলো বাছাই করা হয়েছে পূর্ব নির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে। বাংলার ট্যাবলো সেই প্রক্রিয়াতেই বাদ পড়েছে। আর ঘটনাচক্রে এ বছরই বাংলার ট্যাবলোর বিষয় ছিল 'নেতাজি'। ধারাবাহিক তিনটি টুইটে নির্মলা এটাই বোঝাতে চেয়েছেন। নির্মলা তিনটি টুইটে লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী সাধারণতন্ত্র দিবসের ট্যাবলো নিয়ে সিদ্ধান্ত নেন না। সরকারও নেয় না। এর জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি আছে। সব রাজ্যের প্রস্তাব থেকে এই কমিটি ঠিক করে কোন কোন রাজ্যের ট্যাবলো প্রদর্শন করা হবে। কুচকাওয়াজের সময় সীমিত তা-ই স্বাভাবিক নিয়মেই সব রাজ্যের ট্যাবলোকে জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়। এ বারও ৫৬টি রাজ্যের প্রস্তাব থেকে মাত্র ২১টিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কী প্রক্রিয়ায় হয়েছে বাছাই, তা নির্মলার টুইটে স্পষ্ট নয়।

নির্মলা লিখেছেন, 'মোদী জমানায় প্রচলিত শর্ত মেনে ২০১৮ এবং ২০২১-এ কেরলের ট্যাবলো বেছে নেওয়া হয়েছিল। ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০, এবং ২০২১-এ বেছে নেওয়া হয় তামিলনাড়ুর ট্যাবলো। পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলো প্রদর্শিত হয়েছিল ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯ এবং ২০২১ সালে।' কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই তিনটি রাজ্যের সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণের অভিযোগ ছিল। কারণ এই তিনটি রাজ্যেরই ট্যাবলো এ বছর অর্থাৎ ২০২২ সালের সাধারণতন্ত্র দিবসে বাছাই পর্বে বাদ গিয়েছে। আবার এই তিন রাজ্যে সাম্প্রতিক বিধানসভা ভোটে ধাক্কা খেয়েছে কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা শাসক দল বিজেপি। নির্মলা হিসেব দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, তিন রাজ্যই আগে বহুবার সুযোগ পেয়েছে। লিখেছেন, 'এর মধ্যে সস্তার রাজনীতি খোঁজা বন্ধ করুন।' কিন্তু পর্যবেক্ষকদের বক্তব্য, তিন রাজ্য আগে কিসের ভিত্তিতে জায়গা পেয়েছিল এবং এ বছরই বা কেন পেল না তা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর টুইট দেখে বোঝা যাচ্ছে না।

# সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীকে দেশ যে প্রাধান্য দিচ্ছে : রাজনাথ সিং

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : "মহান নেতা সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীকে দেশ যে প্রাধান্য দিচ্ছে" বলে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিতে জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী তাঁর চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন, "১৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে আপনার চিঠি নম্বর ৭৫-২০২২ এর উল্লেখ করে, আমি আপনাকে বলতে চাই যে দেশের স্বাধীনতায় নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর অবদান প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য অবিস্মরণীয়। এই চেতনাকে সর্বোপরি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনকে ''পরক্রম দিবস'' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এখন থেকে, প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন শুরু হবে ২৩ জানুয়ারি, নেতাজির জন্মদিন থেকে এবং শেষ হবে ৩০ জানুয়ারি।

আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী পরিকল্পনার নির্বাচন প্রক্রিয়া অত্যন্ত স্বচ্ছ। শিল্প, সংস্কৃতি, সঙ্গীত এবং নৃত্যের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের কমিটি বেশ কয়েকটি রাউন্ড মূল্যায়নের পরে রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির দ্বারা পাঠানো প্রস্তাবগুলির সুপারিশ করে। একই নির্বাচন প্রক্রিয়ার অধীনে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মূকনাটক যথাক্রমে ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯ এবং ২০২১ সালে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড উদযাপনে অংশগ্রহণ করেছিল।

আমি আপনার অনুভূতিকে সম্মান করি এবং তাই ব্যক্তিগতভাবে জানাই, আমাদের সরকারই ২০১৮ সালে নেতাজির নেতৃত্বে ভারতে নির্বাসিত সরকারের পঁচাত্তর বার্ষিকী উদযাপন করেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের বেঁচে থাকা যোদ্ধাদের প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অন্তর্ভুক্ত করে সম্মানিত করেছিল। এখানে আমি আরও একটি তথ্য জানাতে চাই যে এবারও সিপিডব্লুডি-এর মূকনাট্যে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে তাঁর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। মহান নেতা সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীকে দেশ যে প্রাধান্য দিচ্ছে, এটা তারই প্রমাণ। স্বাধীনতার এই উৎসব কেন্দ্র এবং সমস্ত রাজ্যের জন্য একটি বিশেষ উপলক্ষ।আমি আশা করি যে উপরের তথ্যগুলি আপনার সন্দেহ দূর করেছে এবং আপনার মূল্যবান এবং ইতিবাচক সহযোগিতা প্রজাতন্ত্রের এই পবিত্র অনুষ্ঠানের সফল সংগঠনে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখবে।"

# পাথারকান্দির বিবেকানন্দ মেলায় করোনা-বম সংক্রমিত মেলাকর্মী, ১৫ জন পুলিশকর্মী ও চিকিৎসক

পাথারকান্দি (অসম), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে আশঙ্কা। করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি শহরে মুণ্ডমালা ময়দানে চলমান বিবেকানন্দ মেলায় করোনা-বমে আক্রান্ত হয়েছেন একজন মেলাকর্মী, ১৫ জন পুলিশকর্মী এবং স্থানীয় হাসপাতালের এসডিএমও প্রদীপকুমার দে। তবে তাঁরা সকলেই গৃহ একান্তবাসে রয়েছেন। মেলার দরুন পাথারকান্দিতে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় জনতা আতঙ্কিত। এর পরও চুটিয়ে মেলা চলছে দেখে সচেতন মহল প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছেন।

জানা গেছে, বিবেকানন্দ মেলার সঙ্গে যুক্ত পশ্চিবঙ্গের মুর্শিদাবাদ থেকে আগত জনৈক হাবিবুর রহমান (২৪) নামের এক যুবক পাথারকান্দি হাসপাতালে করোনার ভ্যাকসিন নিতে গিয়েছিলেন। ভ্যাকসিন দেওয়ার আগে তাঁর রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট (আরএটি) করা হয়। আরএটিতে তাঁর কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ে। একইভাবে মেলায় কর্তব্যরত স্থানীয় থানার ১৫ জন পুলিশকর্মীকেও কোভিড সংক্রমিত বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে পাথারকান্দির বাসিন্দা ১৪ জন সেনাকর্মীও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এরই মধ্যে মুণ্ডমালা ময়দানে গত ১২ জানুয়ারি বিবেকানন্দ মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনের দিন থেকেই স্থানীয় সচেতন মহলের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চলমান করোনার তৃতীয় ঢেউ পরিস্থিতিতে মেলা অনুষ্ঠিত করা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে আসছিলেন।

এদিকে মেলার নামে চুটিয়ে চলছে রমরমা ঝান্ডিমুন্ডা নামের জুয়ার আসরও। জুয়া তথা মেলার সংস্পর্শে এসে মানুষ আরও বেশি সংখ্যায় করোনায় আক্রান্ত হবেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের মোকাবিলা করতে ইতিমধ্যে স্কুল বন্ধ করে ভোগালি বিহু তথা মকর সংক্রান্তির অনুষ্ঠান সীমিত আয়োজন করতে বলেছিলেন।

এছাড়া ভোগালি বিহুর সর্বজনীন অনুষ্ঠান ছাড়াও বর্তমান পরিস্থিতিতে সব সময় ভিড় এড়িয়ে কোভিড প্রটোকল মেনে চলাফেরা করার অনুরোধ করে চলছেন। কিন্তু পাথারকান্দি মেলার ক্ষেত্রে শুরু থেকেই বেপরোয়া প্রশাসন। ফলে এই মেলার মাধ্যমে কোভিড-১৯ বিতরণ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন অনেকে।

এ প্রসঙ্গে ছাত্রনেতা বদরুল হক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, মেলার সংস্পর্শে যে বা যাঁরা এসেছেন, তাঁরা যেন নিজে থেকে করোনা টেস্ট করিয়ে নেন। এছাড়া প্রত্যেক মেলাকর্মীকে করোনা টেস্টের আবেদন জানান তিনি। বদুরুলের কথায়, গত দুদিনে কোভিড শনাক্ত এ সব ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে নতুন আরও কতজন করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া মুশকিল। এখনই বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিলে পরে আফশোস করারও সুযোগ থাকবে না। আর এ সবের দায়ভার বর্তাবে জেলা প্রশাসনের ওপর। তাই অতিমারি করোনার চেইন ভাঙতে চলমান মেলাকে শীঘ্র বন্ধ করতে তিনি জেলাশাসক মৃদুলকুমার যাদবের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ছাত্রনেতা বদরুল হক।

# ৩০ ঘণ্টার মধ্যে ফের ভূমিকম্প উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিন রাজ্যে, উৎসস্থল প্রতিবেশী চিন ও মায়ানমার

গুয়াহাটি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রায় ৩০ ঘণ্টার মধ্যে ফের ভূমিকম্পের ঝাকুনিতে কেঁপে উঠেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিন রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম এবং মণিপুর। আজ মঙ্গলবার ভোর ৪-টা ২৯ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে অরুণাচল প্রদেশের লেপা-রাডা জেলার বাসার এলাকায় রিখটার স্ক্যালে ৪.৯, মিজোরামের চাম্পাই এবং মণিপুরের চূড়াচাঁদ জেলায় সকাল ৭-টা ৫২ মিনিট ১৪ সেকেন্ডে ৪.৩ ম্যাগনিটিউডের ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। তবে মৃদু ভূকম্পের ফলে কোনও রাজ্য থেকে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি (এনসিএস) অফিশিয়াল ট্যুইটারে এই খবর দিয়ে যে তথ্য প্রকাশ করেছে সে অনুযায়ী, প্রথম ভূমিকম্পের ঝটকা লেগেছে অরুণাচল প্রদেশের লেপা-রাডা জেলার বাসার এলাকায় ভোর ৪-টা ২৯ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে ম্যাগনিটিউডের ৪.৯। এর প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পর এদিন সকাল ৭-টা ৫২ মিনিট ১৪ সেকেন্ডে মিজোরামের চাম্পাই এবং মণিপুরের চূড়াচাঁদ জেলায় ৪.৩ ম্যাগনিটিউডের ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।

এদিকে এনসিএস-এর জনৈক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কাছে জানা গেছে, অরুণাচল প্রদেশে সংঘটিত ভূমিকম্পের মূল উৎসস্থল ছিল প্রতিবেশী চিন। এর ঝটকায়ে কেঁপে উঠেছিল অরুণাচল প্রদেশের লেপা-রাডা জেলার বাসার এলাকা। বাসারের উত্তর-উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে ১৪৮ দূরে ভূগর্ভের ১০ কিলোমিটার গভীরে ২৯.১৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৯৭ দ্রাঘিমাংশে কম্পনের উৎপত্তিস্থল ছিল।

তিনি জানান, এছাড়া মণিপুরের চূড়াচাঁদ জেলায় সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূগর্ভের ১৫ কিলোমিটার গভীরে উত্তর অক্ষাংশ ২৪.০৭ এবং দ্রাঘিমাংশ ৯৩.৬২।

তাছাড়া মিজোরামের চাম্পাই জেলায় সংঘটিত ৪.৩ প্রাবল্যের ভূমিকম্পের মূল উৎসস্থল ছিল পার্শবর্তী মায়ানমার। মিজোরামের নোপা এলাকার পূর্ব-উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে ৪৬ কিলোমিটার দূরে ভূগর্ভের ১৫ কিলোমিটার গভীরে ২৪.৭০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৬২ দ্রাঘিমাংশে সংঘটিত হয়েছে ভূমিকম্প।

প্রসঙ্গত, গতকাল ১৭ জানুয়ারি দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলায় ভোররাত ২-টা ১১ মিনিট ৩ সেকেন্ডে ৩.৫ প্রাবল্যের এবং প্রায় আধঘণ্টার মধ্যে ২-টা ৩৯ মিনিট ২৫ সেকেন্ডে ৩.৮ প্রাবল্যের দ্বিতীয় ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে মণিপুরের কাংপোকপি জেলায়। উল্লেখ্য, ইংরেজি নতুন বছর ২০২২ সালের প্রথম মাসে এ নিয়ে চারবার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে মণিপুরে। প্রথম দুটি ভূমিকম্প হয়েছে চলতি বছরের ৪ জানুয়ারি রাজ্যের টেমেংলং ও চান্দেল জেলার, ১৬ জানুয়ারি কেমজং জেলায় এবং আজ চূড়াচাঁদ জলায়। তবে গত বছরের অক্টোবর থেকে আজ পর্যন্ত ২৭ বার ভূমিকম্পে কেঁপেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য অসম, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম। তবে ভূমিকম্পগুলির তীব্রতা কম থাকায় কোনও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি।

# চান্নির আত্মীয়ের বাড়িতে ইডি-র অভিযান কেন্দ্রকে বিঁধলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী

মোহালি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): অবৈধ বালি খাদান মামলায় পঞ্জাবের বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তল্লাশি চালানো হয়েছে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নির আত্মীয় ভূপিন্দর সিং হানির আবাসনেও, মোহালির হোমল্যান্ড হাইটস-এ অবস্থিত চান্নির ভাইপো ভূপিন্দরের ফ্ল্যাটে মঙ্গলবার তল্লাশি চালায় ইডি। ইডি সূত্রের খবর, পঞ্জাবের মোট ১৯টি ঠিকানায় এদিন তল্লাশি চালানো হয়। উল্লেখ্য, অবৈধ বালি খাদানের প্রেক্ষিতে ২০১৮ সালে মামলা দায়ের করেছিল পঞ্জাব পুলিশ, এফআইআর-এ পরে ৪২০ ধারা যুক্ত করা হয়। এরই ভিত্তিতে ইডি মামলার তদন্তভার হাতে নেয়। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে পঞ্জাবে। ভোটের আগে ইডি-র তল্লাশিকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। কেন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি, চান্নিকে আবার বিঁধেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চান্নি বলেছেন, 'তাঁরা আমাকে নিশানা করছে এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমার উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। এটা গণতন্ত্রের জন্য ভালো নয়। আমরা লড়াই করতে প্রস্তুত। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের সময়ও এমনটা করা হয়েছিল।' চান্নিকে আবার আক্রমণ করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এদিন সকালে মোহালিতে সাংবাদিকদের কেজরিওয়াল বলেছেন, 'অবৈধ বালি খাদানের মামলায় মুখ্যমন্ত্রীর একজন আত্মীয়ের বাড়িতে অভিযান চালানো হচ্ছে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর আত্মীয়রা বালি খাদানের সঙ্গে যুক্ত।'

# ট্যাবলোকান্ডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজনাথ সিংয়ের চিঠি

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ ট্যাবলো বাতিলের কারণ জানিয়ে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনের উপর নির্মিত প্রস্তাবিত ট্যাবলো খারিজ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই ভাবে চিঠি লিখেছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনও। কিন্তু কারও পুনর্বিবেচনার আবেদন মঞ্জুর করল না কেন্দ্র।

প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাবিত নেতাজীর জীবন সম্বলিত ট্যাবলো বাদ গিয়েছে। একই ভাবে তামিলনাড়ুর প্রস্তাবিত ট্যাবলোও বাদ পড়েছে ২৬ জানুয়ারির কুচকাওয়াজে। দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু খারিজ হয়ে গেল বাংলা ও তামিলনাড়ুর আর্জি।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী একে সস্তা রাজনীতি আখ্যা দিয়েছিলেন। এবং টুইটে জানিয়েছিলেন, সমায়াভাবের কারণেই ওই দুই রাজ্যের প্রস্তাবিত ট্যাবলো বাতিল হয়েছে। এ বার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্যাবলো অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বাংলা ও তামিলনাড়ুর অনুরোধ পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে না। কেন তাঁদের ট্যাবলো বাদ পড়ল, সেই কারণ জানিয়ে মমতা ও স্ট্যালিনকে চিঠি দিয়েছেন রাজনাথ সিংহ।মঙ্গলবারই পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূলের মুখপত্রে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করা হয়। প্রশ্ন তোলা হয়, নেতাজী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যের মানুষ বলেই কি এই অবহেলা?

# শিশুমৃত্যু : কাছাড়ের পয়লাপুলে জাতীয় সড়ক অবরোধ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘাতক গাড়ি আটকের আশ্বাস প্রশাসনের

লক্ষ্মীপুর (কাছাড়, অসম), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : পাঁচ বছরের এক শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আজ মঙ্গলবার কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুর মহকুমার অন্তর্গত পয়লাপুলের পরিস্থিতি উত্তপ্ত। শিশুমৃত্যুর প্রতিবাদে পয়লাপুলে শিলচর-ইমফল জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয় জনতা। সড়ক অবরোধের ফলে শতাধিক যাত্রী এবং পণ্যবাহী যানবাহন রাস্তার দু-ধারে আটকে পড়ে। গতকাল সোমবার বিশ্বজিৎ দাস নামের পাঁচ বছরের শিশুসন্তানকে নিয়ে পয়লাপুলের শিবপুরে জাতীয় সড়ক পার হচ্ছিলেন তার মা। সে সময় দ্রুতগতিতে একটি গাড়ি শিশুটিকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। গাড়ির ধাক্কায় মায়ের হাত থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে গুরুতরভাবে আহত হয় শিশুটি। আহত শিশু বিশ্বজিৎকে প্রথমে সানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। তবে তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে প্রথামিক চিকিৎসা করে ডাক্তার তাকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। কিন্তু রাতেই (সোমবার) শিশু বিশ্বজিতের মৃত্যু হয়।

এ ঘটনার প্রতিবাদে ঘাতক গাড়ি সহ তার চালককে শীঘ্র গ্রেফতারের দাবিতে আজ পয়লাপুলে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন উত্তেজিত জনতা। খবর পেয়ে সড়ক অবরোধস্থলে ছুটে যান লক্ষ্মীপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং মহকুমার প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট (এসডিও)। তাঁরা পরিসিতি নিয়ন্ত্রণের বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু ঘাতক গাড়িকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আটক না করা পর্যন্ত সড়ককে তাঁরা অবরোধমুক্ত করবেন না বলে প্রশাসনকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন। প্রায় তিন ঘণ্টার আলোচনায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘাতক গাড়িকে আটক করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলে জাতীয় সড়ককে অবরোধমুক্ত করে দেন প্রতিবাদীরা।

# বারইগ্রামে রেলের জমি থেকে বির্তকিত মদের দোকান ৯০ দিনের মধ্যে সরানোর নির্দেশ করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : অবশেষে বারইগ্রামে রেলওয়ে জমির উপর থেকে জনৈক কাঞ্চন দাসের মালিকানাধীন বির্তকিত মদের দোকানটি আগামী ৯০ দিনের মধ্যে অন্যত্র সরিয়ে নিতে নির্দেশ জারি করেছে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন। গত সপ্তাহে এ সংক্রান্ত নোটিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মদের দোকানের মালিককে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আজ মঙ্গলবার করিমগঞ্জের আবগারি সুপারিনটেনডেন্ট সুভাশিস পাল এই খবর দিয়ে জানান, বারইগ্রামে সরকারি তথা রেলওয়ে জমির উপর গড়ে তোলা মদের দোকান সংক্রান্ত উত্থাপিত অভিযোগগুলো বিভাগীয় পক্ষে সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়েছে। এতে আবগারি বিধি ২৮৯-এর অপব্যবহার করে দোকানটি রেলের জমির উপর নির্মাণ করা হয়েছে বলে তদন্তে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে। পরবর্তীতে দোকানের লাইসেন্স সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে আবগারি কমিশন। ইতিমধ্যে তদন্তের যাবতীয় তথ্য গুয়াহাটিতে কমিশনার দফতরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, জানান তিনি।

উল্লেখ্য, বারইগ্রাম মডেল হাসপাতালের প্রবেশদ্বারের মুখে রেলওয়ে জমির উপর জনৈক কাঞ্চন দাসের মালিকানাধীন মদের দোকানের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন থেকে স্থানীয়রা সরব ছিলেন। বার-কয়েক এ নিয়ে আন্দোলনও হয়েছে। বিগত ২০১৫ সালের মার্চ মাসে এই দোকানটি বন্ধ করার দাবিতে আঞ্চলিক গণ-অধিকার সংগ্রাম সমিতি নামের এক সংগঠন আন্দোলনে নামে। সে বছরের ২৪ মার্চ সংগঠনটি তদানীন্তন জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করে বিস্তর অভিযোগ জানায়। তাঁদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ২৯ এপ্রিল জেলাশাসক এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেই দোকানটি সরানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। এছাড়া ২৭ মে অনুরূপভাবে আবগারি বিভাগের পক্ষ থেকে পৃথক এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সেই বিজ্ঞপ্তিতে দশ দিনের মধ্যে দোকানটি স্থানান্তর করার নির্দেশ থাকলেও এ সব নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গৌহাটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন দোকান মালিক কাঞ্চন দাস।

ডব্লিউপি (সি) ৩২৪৭/২০১৫ নম্বর মামলার ভিত্তিতে জাস্টিস বিকে শর্মা বিগত জুন মাসে এক রায় দান করে দোকান স্থানান্তরের ব্যাপারে দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিতাদেশ জারি করেছিলেন। দুই সপ্তাহের স্থগিতাদেশ জারির পর নানা কারণে গড়িয়ে যায় প্রায় ছয় বছর।

সম্প্রতি রাজ্যের আবগারি মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য সেই মদের দোকানের বিরুদ্ধে তদন্ত করে দেখার জন্য কমিশনারকে লিখিতভাবে নির্দেশ দেন। মন্ত্রীর নির্দেশে শুরু হয় তদন্ত প্রক্রিয়া। অভিযোগ যেহেতু রেলওয়ে জমির উপর মদের দোকান, তাই সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেটকে জমির বাস্তবিক অবস্থান খুঁজে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সার্কল অফিসারের তদন্তে ধরা পড়ে দোকানটি রেলের জমির উপরই অবৈধভাবে তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া সরকারি নিয়ম লঙ্ঘন করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, এমন-কি জাতীয় সড়ক থেকে নির্দিষ্ট একটি দূরত্বে মদের দোকানটি স্থাপন করেননি বারইগ্রামের বিতর্কিত এই মদের দোকানের স্বত্বাধিকারী কাঞ্চন দাস। কেননা, সরকারি কোনও নিয়মই তিনি মেনে চলেননি। তদন্তে সার্কল অফিসার দেখেছেন, দোকানের ঠিক পেছনে রয়েছে জফরগড় হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এবং বামদিকে সর্বজনীন দুর্গাবাড়ি। এর কিছু দূরে রয়েছে স্থানীয় জামে মসজিদ। বামদিকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বেই রয়েছে সর্বজনীন দুর্গাবাড়ি এবং এর কিছু দূরে জামে মসজিদ।

# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## ওমিক্রন আক্রান্ত? গোলমরিচ দিয়ে কাড়া বানিয়ে খেলেই মিলবে উপকার

শীতে এমনিই যে কোনও রোগজ্বালা বাড়ে। বাড়ে সংক্রমণ। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওমিক্রন আতঙ্ক। সর্দি-কাশির সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। সেই সঙ্গে কাশি, মাথা ব্যথা, শরীরের ব্যথা, নাক দিয়ে জল পড়া এসব তো আছেই। বড়দিন আর নববর্ষের আনন্দ-উতসব ফুরোতে না ফুরোতেই হুড়মুড়িয়ে বেড়েছে কোভিডের গ্রাফ।

কোভিড সম্পর্কিত সমস্ত আপডেট পড়ুন এখানে

প্রতিদিনই আক্রান্তের সংখ্যাটা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। গত তিন সপ্তাহ ধরে আমাদের দেশে যে ভাবে কোভিডের সংক্রমণ বেড়েছে তাতে এক প্রকার ভীত চিকিতসকরা। ভ্যাকসিনের দুটো ডোজ নেওয়ার পরও মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। তেমনই আবার যাঁরা ডেল্টায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তাঁরাও আবার আক্রান্ত হয়েছেন কোভিডে।

এবার কোভিডের উপসর্গ আর সাধারণ ফ্লু এর উপসর্গের মধ্যে তেমন কোনও ফারাক নেই। জ্বর, সর্দি, কাশি, নাক দিয়ে জল পড়ার সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। ফলে কে আক্রান্ত আর কে আক্রান্ত নয় তাই বোঝা দায়। যে কারণে বাড়ছে উপসর্গহীন আক্রান্তের সংখ্যা। এছাড়াও কখনও শীত আর কখনও বৃষ্টি- তাপমাত্রার তারতম্যের জন্য সহজেই ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে। জ্বর, কোভিডের পাশাপাশি অনেকেই আবার হাম, চিকেন পক্সেও আক্রান্ত হচ্ছেন। যে কোনও ভাইরাসের আক্রমণেই কিন্তু শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। আর তাই এই সময় ভাল ভাবে খাওয়া দাওয়া করা কিন্তু ভীষণ জরুরি।

সেই সঙ্গে নিয়মিত শরীরচর্চা, যাবতীয় কোভিড বিধিও কিন্তু মেনে চলতে হবে। সেই সঙ্গে রোজ বানিয়ে খান কাড়া। এতে শরীর সুস্থ থাকবে। কাশি, কফ থেকেও মিলবে মুক্তি। তবে এই কাড়ায় বেশি করো গোলমরিচ ব্যবহারের কথা বলছেন পুষ্টিবিদরা। আর্য়ুবেদিক উপাদান হিসেবে প্রাচীন কাল থেকেই গোলমরিচ খুব জনপ্রিয়। যে কোনও সমস্যাতেই ব্যবহার করা হত গোলমরিচ।

গোলমরিচের মধ্যে রয়েছে অনেক গুণ। আর্থাইটিস, চর্মরোগ প্রতিরোধে যেমন সাহায্য করে তেমনই কিন্তু রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বজায় রাখতেও জুড়ি নেই গোলমরিচের। সেই সঙ্গে অন্ত্রের জন্য খুব ভাল গোলমরিচ।

আদা, হলুদ, গোলমরিচ থেঁতো করে চা বানিয়ে খান বার বার। এর মধ্যে দিতে পারেন কয়েকটা তুলসি পাতা। সর্দি-কাশির সমস্যায় খুব ভাল। কাশির সঙ্গে বার বার কফ উঠলে এই চা খান। এতে গলাও আরাম পাবে। গোলমরিচের যে ঝাঁঝ তা কিন্তু ভীষণ রকম ভাবে অ্যান্টিসেপটিকের কাজ করে। যে কোনও করকম প্রদাহ রুখতে সক্ষণ এই গোলমরিচ।

এছাড়াও সর্দি-কাশি হলে কিংবা ওমিক্রনে আক্রান্ত হলে অনেকেই বলছেন মুখে ঠিকমত স্বাদ পাচ্ছেন না। খাবারেও রুচি নেই। এক্ষেত্রেও কিন্তু ভাল কাজ করে গোলমরিচ। আলু সিদ্ধ করে নিয়ে মাখন আর গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে মেখে নিন। এতে খেতেও যেমন ভাল লাগে তেমনই কিন্তু মুখেরও স্বাদ ফেরে। সবজি সিদ্ধ করে বা স্যুপের উপর ছড়িয়ে দিন গোলমরিচের গুঁড়ো। এতে কিন্তু খেতে ভাল লাগবে আর গলাতেও আরাম পাওয়া যাবে।

## বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন স্বাস্থ্যকর সুস্বাদু খাওয়াটা

অনেকেই মনে করেন বাদাম ও ড্রাই ফ্রুটস খেলে বোধ হয় মেদ বাড়ে। কিন্তু সঠিক নিয়ম মেনে এগুলি খেলে অনেক উপকারে লাগে। অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে যদিও বেশ কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। শরীরে অস্বস্তি হবে, হজমের সমস্যা হবে এমনকি অন্ত্রের স্বাস্থ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সঠিক নিয়ম মেনে খাওয়াটা অত্যন্ত জরুরি।

অনেকেই যদিও ড্রাই ফ্রুটস শুধু খেতে পছন্দ করেন না।

ড্রাই ফ্রুটস আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারি। অনেক চিকিতসকও বলেন ড্রাই ফ্রুটস খাওয়ার কথা। মেদ ঝরাতে ড্রাই ফ্রুটস খুবই উপকারি। এছাড়াও, মেটাবলিজম বাড়াতে, খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে, লিপিডের স্তর নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে রাখতেও ড্রাই ফ্রুটস অত্যন্ত কার্যকরী। তাই আজ আপনাদের জন্য ড্রাই ফ্রুটস নিয়ে একটি রেসিপি থাকছে, যা খেতেও অত্যন্ত সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল। তাহলে আসুন জেনে নেওয়া যাক ড্রাই ফ্রুট লাড্ডুর রেসিপি।

তৈরি করতে সময় লাগে: ৪৫ মিনিট মিল্কশেক তৈরির সময়: ৫ মিনিট পরিমাণ: ১০টি উপকরণ: কাজুবাদাম - ১/৪ কাপ আমন্ড - ১/৪ কাপ আখরোট - ১/৪ কাপ খেজুর - ৫-৬ টি ড্রাই অ্যাপ্রিকট - ৫-৬ টি শুকনো ডুমুর - ৪ টি

পদ্ধতি: প্রথমেই শুকনো খোলায় ২ মিনিটের জন্য আমন্ড আর কাজু রোস্ট করে নিন। আঁচ মিডিয়াম রাখবেন। যদি মাইক্রোওয়েভে রোস্ট করেন তাহলে এক মিনিটের বেশি করবেন না। এরপরে শুকনো ডুমুর, ড্রাই অ্যাপ্রিকট আর খেজুর ওই গরম খোলাতেই একটু রোস্ট করে নিন। সুন্দর গন্ধ বেরলে আঁচ বন্ধ করে সবগুলো ড্রাই ফ্রুট ঠাণ্ডা হতে দিন। এবারে সবকিছু একটা ব্লেন্ডারে ভাল করে ব্লেন্ড করে নিন। এবারে আখরোট কুঁচি করে নিন এবং ওই ব্লেন্ডেড মিশ্রনে ভাল করে মিশিয়ে নিন।

একটা ডো তৈরি করুন। ঠিক যেভাবে আটা বা ময়দা মাখা হয় সেভাবে ঠেসে ঠেসে ডো তৈরি করুন। ডো থেকে লেচি কেটে নিন এবং হাতের তালুর সাহায্যে লাড্ডু গড়ে নিন। গারনিশ করার জন্য লাড্ডুর ওপরে সাদা তিল ছড়িয়ে দিতে পারেন। ড্রাই ফ্রুটের মধ্যে থাকা প্রদাহ বিরোধী বৈশিষ্ট্য আমাদের হজমের সমস্যা দূর করতে প্রভূত সাহায্য করে। এছাড়াও, ড্রাই ফ্রুট আমাদের অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কিছুটা এনার্জি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম। সেই কারণে, ট্রেকিংয়ের সময় ট্রেকারদের ড্রাই ফ্রুটস সঙ্গে রাখার কথা বলা হয়।

## জানেন কি গুড়ের হালুয়া ছাড়া পাঞ্জাবে লোহরি অসম্পূর্ণ?

উৎসবের সবচেয়ে ভাল বিষয় হল খাদ্য। বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায় উৎসবে। সে ক্রিসমাস হোক বা দুর্গাপুজো কিংবা মকর সংক্রান্তি বা লোহরি। এ বছর সারা ভারতজুড়ে ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি উৎসব পালন করা হবে। মকর সংক্রান্তি উদযাপনের পাশাপাশি অন্যান্য আঞ্চলিক বৈচিত্রের সঙ্গে ফসল কাটার উতসব মিলে যায়।

পাঞ্জাবের লোহরি, তামিলনাড়ুর পোঙ্গল এবং অসমের ভোগালি বিহু হল ফসল কাটার উৎসব যা এই সময়ে হওয়া একটি ঋতুতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। আনন্দ উদযাপন করতে, বিভিন্ন খাবার প্রস্তুত করা হয় এই সময়। এমনই একটি খাবার হল গুড়ের হালুয়া।

হালুয়া এমন একটি খাবার যা ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায় এবং ডেসার্ট হিসাবে বেশ জনপ্রিয়। পাঞ্জাবে যদিও লোহরি উপলক্ষে বাড়িতে অনেক ধরনের খাবার তৈরি করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে সরিষার শাক, ভুট্টার রুটি, ছোলা, গুড়ের রুটি, টিক্কি, তবে মিষ্টি খাবারের মধ্যে ক্ষীর এবং হালুয়া। এবং গুড়ের হালুয়া ছাড়া লোহরি অসম্পূর্ণ। লোহরির শুভ দিনে আপনিও বাড়িতে তৈরি করতে পারেন গুড়ের হালুয়া। কীভাবে তৈরি করবেন ভাবছেন? চলুন জেনে নেওয়া যাক

গুড়ের হালুয়া তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ-

২. ৫ চামচ ঘি১ কাপ সুজি ( আগে থেকে জলে ভিজিয়ে রাখা )

৫০ গ্রাম গুড় ( ১ কাপ জলে আগে থেকে ভিজিয়ে রাখবেন )

১/ ২ চামচ এলাচ গুঁড়ো

এক চিমটে জাফরন

৪ চামচ চিনি ( ব্রাউন সুগারও ব্যবহার করতে পারেন)

৫০ গ্রাম পেস্তা ( কুচি কুচি করে কাটা ) ৫০ গ্রাম আমন্ড ( কুচি কুচি করে কাটা ) গুড়ের হালুয়া তৈরি করার পদ্ধতি-

প্রথমে সুজিটা ২০ মিনিট জলে ভিজিয়ে রাখুন। এরপর একটি কড়াইতে ঘি গরম করুন। তাতে সুজিটা ভেজে নিন। বাদামী রঙ হওয়া অবধি সুজিটা ভেজে নেবেন। এবার তাতে গুড় ভেজানো ১ কাপ জল, ১/ ২ চামচ এলাচ গুঁড়ো, এক চিমটে জাফরন, পেস্তা কুচি, আমন্ড কুচি এবং ব্রাউন সুগার দিয়ে দিন। আপনি ব্রাউন সুগারের পরিবর্তে চিনিও ব্যবহার করতে পারেন। এবার ক্রমাগত মিশ্রণটি নাড়তে থাকুন। মিশ্রণটি গাঢ় ঘন হওয়া অবধি নাড়তে থাকুন। এরপর কড়াইতে থেকে মিশ্রণটি ছাড়তে শুরু করলে নামিয়ে নিন। ব্যস তৈরি আপনার গুড়ের হালুয়া। লোহরির শুভ দিন বাড়িতে বানান গুড়ের হালুয়া এবং সবাইকে খাওয়ান।

## ওজন ঝরাতে এই কয়েকটি টিপস মেনে চললেই ফল পাবেন

ওজন কমানোর জন্য কিন্তু ধৈর্য আর অধ্যাবসায় এই দুই লাগে। সেই সঙ্গে নিয়মিত একটি রুটিনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। একদিনের প্রচেষ্টায় কখনও ওজন কমে না। নিয়ম মেনে যেমন খাওয়া দাওয়া করবেন তেমনই কিন্তু ব্যায়াম-শরীরচর্চাও প্রয়োজন। সব কিছু একসঙ্গে হলে তবেই কিন্তু কমবে ওজন। নতুন বছরে বেশিরভাগেরই পরিকল্পনা থাকে যে কোনও উপায়ে বাড়তি ওজন ঝেড়ে ফেলতে হবে।

আর ওজন কমানোর কথা বললেই সকলের মাথায় প্রথম আসে ডায়েট।

ডায়েট মানেই বেশিরভাগের ধারণা সারাদিন শুধুমাত্র ওটস, আপেল, দই এসবের ভরসায় থাকতে হবে। কিন্তু এই ধারণা একেবারেই ঠিক নয়। ডায়েটের অর্থ কিন্তু নিয়ম মেনে সঠিক খাবার খাওয়া। আর সঠিক সময়ে সঠিক খাবার খেলে তবেই কিন্তু ওজন থাকবে নিয়ন্ত্রণে। শরীরের জন্য প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট সবই প্রয়োজন। সব কিছু পরিমাণে খেলে তবেই কিন্তু শরীর থাকবে সুস্থ। দেখে নিন ওজন কমাতে কোন কোন নিয়ম অবশ্যই মেনে চলবেন।

সব কার্বোহাইড্রেট খারাপ এই ধারণা আগে মন থেকে ছেঁটে ফেলুন। স্বাস্থ্যকর কার্বোহাইড্রেট খান। তবে বেশি কার্বোহাইড্রেট কিন্তু খাওয়া যাবে না। এতে যেমন ওজন বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তেমনই কিন্তু ডায়াবিটিসের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। সেই সঙ্গে আসতে পারে হৃদরোগও।

ফাইবার বেশি করে খেতে হবে। ফাইবার খেলে হজম ভাল হয়। পেট পরিষ্কার থাকে। সেই সঙ্গে ফাইবার কিন্তু কমিয়ে দেয় অনেক রোগের ঝুঁকি। শরীর অনেক বেশি তরতাজা থাকে যদি রোজ ফাইবার খেতে পারেন। ডায়াবিটিস, উচ্চরক্তচাপ, কোলেস্টেরলের সমস্যা থেকেও দূরে থাকা যায়। প্রতিদিন শাক-সবজি কিন্তু বেশি করে খেতে হবে। পালং শাক, ব্রকোলি, বাঁধাকপি, টমেটো, গাজর, ক্যাপসিকাম, বেলপেপার, মাশরুম, বিনস এসব রোজ রাখুন ডায়েটে। প্রতিদিন ভাতের সঙ্গে কোনও একটা শাক অবশ্যই খাবেন। এতে কিন্তু শরীর ভাল থাকে। সেই সঙ্গে অনেক সমস্যা থেকেও দূরে থাকা যায়। এছাড়াও সন্ধেবেলা অঙ্কুরিত ছোলা-মুগের চাট খেতে পারেন। বা ভেজানো বাদাম-ছোলা-মটর একমুঠো খেতে পারেন। এছাড়াও এই সব খাবার খেলে অনেকক্ষণ পেট ভর্তি থাকে। বাইরের খাবারের প্রতি আর তেমন ঝোঁক থাকে না।

চিনি খাবেন না। চিনি, মিষ্টি একেবারেই এড়িয়ে চলুন। চিনি শুধুই ক্যালোরি বাড়ায়, ওজন বাড়ায়। আর কিন্তু কোনও কাজে আসে না।

খাবারের প্লেট ছোট করুন। যত ছোট প্লেটে খাবেন তত কিন্তু কম খাওয়া হবে। বড় প্লেট চোখের সামনে থাকলেই আমাদের প্লেট ভরে খাবার সাজিয়ে খেতে ইচ্ছে করে। ছোট প্লেট অল্প খাবারেই ভরে যায়। ফলে পরিমাণে কম খাবার খাওয়া হয়। শরীরের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তত টুকুই খাবার খাওয়া হয়। অতিরিক্ত ক্যালোরি খাওয়া হয় না। কম খাবার খেলে জলও বেশি খাওয়া হয়। সব খাবারের স্বাদও ঠিক মত পাওয়া যায়। এই সব নিয়ম মানতে পারলেই কিন্তু ঝরবে ওজন।

## পেয়ারার এই অজানা উপকারিতা জানলে আপনিও হবেন অবাক

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ফলমূলের জুড়ি নেই। তাই ফল হতে পারে আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম সহজ উপায়। হাতের নাগালে আর সুলভ মূল্যে হওয়ায় খুব সহজেই খাবারের তালিকায় রাখা যায় এসব ফল। আর এসব ফলের মধ্যে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন পেয়ারা অন্যতম।

একটি পেয়ারায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আর ভিটামিন এ।

কোভিড সম্পর্কিত সমস্ত আপডেট পড়ুন এখানে

এছাড়া অন্য ফল যেমন একটি কমলা থেকে প্রায় ৪ গুণ বেশি ভিটামিন সি আর একটি লেবু থেকে ১০ গুণ বেশি ভিটামিন এ পাওয়া যায় একটি পেয়ারা থেকে।

অন্যদিকে এসব ভিটামিনের পাশাপাশি ফাইবার, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, পটাশিয়াম এবং ভিটামিন বি-২ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে পেয়ারাতে।

অন্যদিকে করোনাভাইরাসের এ সময়ে যখন শরীরের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তখন পেয়ারা হতে পারে ইমিউনিটি বুস্টের ভালো একটি মাধ্যম।

এছাড়া ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতেও পেয়ারা বেশ কার্যকর। এতে থাকা লাইকোপিন, ভিটামিন সি, কোয়ারসেটিন, মতো অনেক এ্যান্টিঅক্সিজেন উপাদান শরীরে থাকা ক্যান্সারের কোষ বৃদ্ধি রোধ করে পাশাপাশি প্রোস্টেট ক্যান্সার এবং স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে। মুখরোচক এ ফলটি খেতেই কেবল সুস্বাদু নয় কাজের দিক থেকেও পেয়ারা ডায়াবেটিসসহ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে বেশ কার্যকর। বিভিন্ন ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা যেমন ব্রংকাইটিস সারিয়ে তুলতেও পেয়ারা বেশ উপকারী।

এক্ষেত্রে কাঁচা পেয়ারা ঠাণ্ডা, কাশি সারিয়ে তুলতে বেশি সহায়ক। অন্যদিকে পেয়ারা ছাড়াও এর পাতাতেও রয়েছে ঔষধি গুণাবলি। পেয়ারা পাতার রস মেয়েদের ঋতু স্রাবের সময়ে পেটে ব্যথার সমস্যা দূর করতে বেশ সহায়ক।

এতে থাকা ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে এবং রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করতে বেশ কার্যকর। অন্যদিকে পেয়ারা শুধু কাঁচা খাওয়া ছাড়াও পেয়ারার আচার, পেয়ারার জেলি কিংবা পেয়ারার শরবত রুচি বাড়াতে পাশাপাশি ভিটামিনের অভাব দূর করতে সহায়তা করে। অন্যদিকে যারা এ সময়ে ঘরে অবস্থান করছেন তারা খাবার তালিকায় পেয়ারা রাখতে পারেন। এতে করে ওজন যেমন দ্রুত কমবে তেমনি ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতেও কাজ করবে। তাই ডায়েট করার বিষয়ে চিন্তা করে থাকলে পেয়ারার এ মৌসুমে খাবার তালিকায় রাখতে পারেন অনায়াসে।

প্রতিদিনের নানা কাজের ব্যস্ততায় আর বর্তমান মহামারীর এ সময়ে খাবারের তালিকায় পরিবর্তন আবশ্যক। তেলজাতীয় খাবার এ সময় এড়িয়ে চলা যেমন প্রয়োজন তেমনি খাবারের তালিকাতে পুষ্টিকর খাবার রাখাও জরুরি। তাই মৌসুমি ফল হিসেবে পেয়ারা রাখতে পারেন খাবারের তালিকায় আর এতে করে শরীরের কার্যক্ষমতা খুব সহজেই বৃদ্ধি করতে পারেন রোগ প্রতিরোধ করতে যাতে করোনা সময়েও আপনি থাকতে পারেন সুস্থ আর প্রাণবন্ত।

## সংক্রমনের সময় ও করোনা থেকে সেরে উঠে কেন প্রোটিন খেতে বলেন বিশেষজ্ঞরা?

ছোট্ট এই ভাইরাসকে মোটেই চোখে দেখা যায় না, কিন্তু এর প্রভাবেই কাঁপছে বিশ্ব। গত তিন সপ্তাহ ধরে বেড়েই চলেছে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা। প্রতিদিনই আক্রান্তের সংখ্যাটা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। কোভিডের উপসর্গ আর সাধারণ জ্বর-সর্দি ফ্লু এর লক্ষণের মধ্যে কিন্তু তেমন কোনও ফারাক নেই। বাড়িতে বাড়িতে সর্দি-জ্বর।

এবার এই সব জ্বর-সর্দি নিয়েও কিন্তু অনেকেই পরীক্ষা না করিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ফলে নিজেরাও বুঝতে পারছে না কে আক্রান্ত। যে কারণে বাড়ছে উপসর্গহীন আক্রান্তের সংখ্যা। অনেকেই সুরক্ষিত থাকতে আগে ভাগেই বাজার চলতি বিভিন্ন ভিটামিন সাপ্লিমেন্টস কিনে এনে খাচ্ছেন। কিন্তু সুস্থ থাকতে জোর দিতে হবে খাবারে। কোভিড হানা দিলে শরীরকে সেই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কিন্তু শক্তির প্রয়োজন। ভাইরাস প্রতিবার মিউট্যান্ট করে তার নিজের রূপ বদল করেছে। যে কারণে ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে শরীরে শক্তি যথাযথ প্রয়োজন। আর এই শক্তি কিন্তু আসে খাবার থেকে। এই সময় কোনও রকম ডায়েট নয়। ভাল করে খেতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এই সময় অস্বাস্থ্যকর খাবার খেলে বাড়তে পারে শারীরিক ঝুঁকি। সেই সঙ্গে ভাইরাল সংক্রমণের জন্য শরীরে পুষ্টিকরও প্রয়োজন। অপুষ্টির শিকার হলে কিন্তু সেরে উঠতেও সময় লাগে। কোভিডে শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি হয়। শক্তি ক্ষয় হয়। আর তাই কোভিড হলে কিংবা কোভিড থেকে সেরে ওঠার সময় কিন্তু বেশি করে প্রোটিন খাওয়ার কথা বলা হয়। সেই সঙ্গে প্রোটিন শরীরের বিভিন্ন ব্লকেজ সারাতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে কোশের মেরামত করে নতুন কোশ গঠনে সাহায্য করে। বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে প্রোটিনের ঘাটতি হলে শরীরে কিন্তু রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায়। সেই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয় লিম্ফয়েড টিস্যুও। যে কারণে কিন্তু শরীরে করোনা আক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। প্রোটিনের অভাব হলে শুধুই যে করোনার আক্রমণ হতে পারে তা নয়, আসতে পারে আরও একাধিক সমস্যা। ইনফ্লুয়েঞ্জা হোক বা কোভিড সেরে ওঠার সময় শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। যে কারণে এই সময় ঠিক মত খাওয়া দাওয়া করা কিন্তু খুবই জরুরি। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে প্রতিদিন ০.৮ মিলিগ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। তবে কোভিড রোগীদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রোটিনের পরিমাণ বেশি। সেক্ষেত্রে প্রতিদিন কতটা পরিমাণ প্রোটিন খাবেন তা অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে নেবেন। মাংস, মাছ, দুধ, শিম, মুসুর ডাল, ডিম, বাদাম এবং গোটা শস্যদানা থেকে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টি পাওয়া যায়। আর এই পুষ্টি আমাদের দেহ গঠনে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে শস্যদানায় থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। যা আমাদের খাবার হজমেও কিন্তু সাহায্য করে। এছাড়াও রোজ নিয়ম করে দুধ, সবজি, স্যালসাড, ডিম সিদ্ধ এসব কিন্তু অবশ্যই খাবেন।

## অভিষেকের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্যের জের আইনজীবীদের বিক্ষোভের মুখে কল্যাণ

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান বেশ কিছু আইনজীবী। তাঁদের দাবি, সংযত হতে হবে শ্রীরামপুরের সাংসদ তথা আইনজীবীকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় আদালত চত্বরে। তৃণমূলের আইনজীবীদের অভিযোগ, স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করেছেন আইনজীবী কল্যাণ। একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে স্লোগান দেন আইনজীবীরা। হাই কোর্টের সামনে এমন বিক্ষোভে স্বাভাবিক ভাবেই হইচই শুরু হয়ে যায়। এবারই তৃণমূল প্রথম প্রথম সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে লিগাল সেলে। কিন্তু এতদিন না পাওয়ার জন্য দায়ী করা হয়েছে কল্যাণকে। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন বিচারপতির সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করেন তারও বিরুদ্ধাচারণ করেছেন তৃণমূলের আইনজীবীরা। মহিলা আইনজীবীদের সঙ্গে কুরুচিপূর্ণ ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল সাংসদ ও আইনজীবীদের বিরুদ্ধে।

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ছিলেন আইনজীবী অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, ক্রমাগত দুর্নীতি, লাঞ্ছনার জন্য এই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তাঁরা। তৃণমূল লিগাল সেলকে কখনও সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহায্য করেননি। ওই আইনজীবীর কথায়, "উনি বাড়ির জন্যই কাজ করে থাকেন"। এমনকী অবৈধভাবে হাই কোর্টে পরিবারের সদস্যের জন্য চেম্বারও করে দিয়েছেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। তাঁদের আর্জি কল্যাণের বিরুদ্ধে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব যেন ব্যবস্থা নেন। এতে তাদের লিগাল সেল ভাল ভাবে এগিয়ে যাবে।

অন্যদিকে মহিলা আইনজীবীদের দাবি, একাধিক সময় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সঙ্গে কুরুচিপূর্ণ আচরণ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে হঠাৎ কেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিক্ষোভ করছেন তাঁরা? কেন এতদিন এ নিয়ে কোনও অভিযোগ করতে দেখা যায়নি তাঁদের। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে কল্যাণের কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্যের পর তাঁর বিরুদ্ধে দলের বৃহত্তর অংশ ক্ষোভে ফুটছে। প্রতিদিনই নানা জায়গায় সাংসদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছেন তাঁর দলেরই কর্মী সমর্থকেরা। এই আবহে তৃণমূলের আইনজীবীরাও কি ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন? এই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়েছেন বিক্ষোভকারী আইনজীবীরা।এই বিক্ষোভ নিয়ে সাংসদ-আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, "দিদি'র কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি। তাই কিছু বলব না। যা দেখার দিদি দেখছেন।" অন্যদিকে এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "কল্যাণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আমি দেখিনি। ফলে বলতে পারব না"।

## ৩ লাখ টাকা তোলা দাবি, ব্যবসায়ীকে গাঁজা-বুলেটের প্যাকেট 'উপহার' তৃণমূল নেতার

দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৮ জানুয়ারি (হি স)। ৩ লাখ টাকা তোলা চেয়েছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা। তার আগে ভয় দেখাতে ব্যবসায়ীর বাড়িতে রাখা হল বুলেট ও গাঁজার প্যাকেট! লক্ষ্য, এই ভয়ে যাতে তড়িঘড়ি তোলা দিয়ে দেন ওই ব্যবসায়ী। অন্তত অভিযোগ তেমনই। মঙ্গলবার এমন ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপনে।

মঙ্গলবার দুপুরে তপন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন স্থানীয় ব্যবসায়ী জীবন প্রামাণিক। তাঁর অভিযোগ এলাকারই পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। তিনি জানান তাঁর কাছে তিন লাখ টাকা চেয়ে হুমকি আসে। তার আগে ফাঁসানোর জন্য বাড়িতে রেখে আসা হয় বন্দুকের গুলি ও মাদকের প্যাকেট। ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছেন ব্যবসায়ী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। এদিকে বিষয়টি নজরে আসতেই চাঞ্চল্যক ছড়িয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের করদহ এলাকায়। অভিযোগ পেতেই ঘটনার তদন্তে নেমেছে তপন থানার পুলিশ। যদিও এনিয়ে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

জানা গিয়েছে, জনৈক জীবন প্রামাণিকের করদহ স্কুল মোড়ে একটি ফাস্টফুডের দোকান রয়েছে। সোমবার রাত ৮ টা নাগাদ জীবন প্রামাণিকের হোয়াটসঅ্যাপে নম্বরে একটি বার্তা আসে। মেজেসের প্রেরক সদ্য বিজেপি থেকে তৃণমূলের যাওয়া রামচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য অমর কিস্কুর বলে দাবি। সেই বার্তায় লেখা, "তোমার বাড়ির জানালায় একটি প্যাকেট ফেলে রেখে এসেছি। যার মধ্যে রয়েছে একটি গুলি ও গাঁজা"। জীবণবাবু ও তাঁর স্ত্রী আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। সাহস করে ধীরে ধীরে জানালা খুলতেই সত্যি সত্যি তাঁরা দেখেন, জালানার উপরে পড়ে রয়েছে একটি প্যাকেট। সেটি খুলতেই একটি গুলি ও গাঁজার প্যাকেট দেখা যায়। তারপর থেকেই ব্যবসায়ীর মোবাইল ফোনে একের পর এক নম্বর থেকে হুমকি ফোন আসতে থাকে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি ব্যবসায়ীর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে তিন লক্ষ টাকা চেয়ে হুমকি আসতে থাকে। একই সঙ্গে এই কথা আর যাতে কেউ না জানতে পারে তা নিয়েও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

## দুবরাজপুরের ৩০ জন পদাধিকারী বিজেপি ছাড়লেন

দুবরাজপুর, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : ইতিমধ্যেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে নাম লিখিয়েছেন জেলার একাধিক নেতা। এবার পৌরসভা ভোটের আগে দুবরাজপুর শহরের বিজেপি নেতা কর্মীদের বিদ্রোহ ফের প্রকাশ্যে এল। দুবরাজপুর পৌরসভা এলাকার জেলা কমিটির সদস্য থেকে শুরু করে বুথ সভাপতি সহ মোট ৩০ জন পদাধিকারী পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই সঙ্গে আসন্ন পৌরসভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলেন।পাশাপাশি তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য জেলা কমিটির কাছে লিখিত আবেদন জানালেন তারা।

সামনেই পৌরসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই রাজ্যের শাসকদল নির্বাচনী প্রচারের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। তখন বিজেপি ঘর সামলাতে ব্যস্ত।পৌরসভা ভোটের আগেই বীরভূম বিজেপিতে ফের ভাঙ্গনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এদিন দুবরাজপুর বিধানসভার কনভেনার প্রভাত চ্যাটার্জি, দুবরাজপুর বিজেপির ব্লক 'এ' মণ্ডলের সভাপতি সাধন ধীবর, আদি বিজেপি তথা শহর সভাপতি সন্দীপ আগরওয়াল, শহর সাধারণ সম্পাদক স্বরুপ আচার্য সহ ৩০জন কার্যকর্তা নিজেদের অনুগামীদের নিয়ে বিজেপি দল ছাড়ার ঘোষনা করলেন। পৌর নির্বাচনের মুখে বিজেপির কর্মকর্তাদের এই পদত্যাগ বিজেপির জন্য বড় ধাক্কা, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য প্রভাত চ্যাটার্জীর বক্তব্য, 'বিজেপি একটা দুর্নীতিতে ভরা দল। তাই মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আজ আমরা দল ছাড়ার ঘোষনা করলাম। আগামী দিনে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করব।' বিজেপির ভাঙ্গনে তৃণমূল জেলা সহ-সভাপতি মলয় মুখার্জী জানান, "ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করে এবং অন্য একটা দলের সম্বন্ধে কুৎসা রটিয়ে একটা দল দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারেনা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন এবং অনুব্রত মণ্ডলের সাংগঠনিক প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। বিজেপির কার্যকর্তারা প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছেড়েছেন, তারপর দল ছেড়েছেন। আজকেও যারা বিজেপি ছেড়েছেন তারা এলে

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, গত সপ্তাহেই একইভাবে বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি শেখ সামাদ-সহ জেলার সংখ্যালঘু সেলের সব মণ্ডল সভাপতি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছেড়েছেন জেলা সহ-সভাপতি উত্তম রজক ও দুবরাজপুর বিধানসভার অন্তর্গত সাধারন সম্পাদক অরিন্দম মুখোপাধ্যায়। তারও আগে বিজেপি ছেড়ে ছিলেন দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক, জেলা সম্পাদক এবং আদিবাসী নেতাও। হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

## উপসর্গবিহীন কোভিড-আক্রান্তদের হোম আইসোলেশন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি করিমগঞ্জ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজ্য সরকারের সর্বশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী উপসর্গবিহীন কোভিড আক্রান্তদের হোম আইসোলেশন সংক্রান্ত বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন করিমগঞ্জের জেলাশাসক তথা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মৃদুল যাদব।

এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, উপসর্গবিহীন বা হালকা কোভিড পজিটিভ রোগী, যাদের বাড়িতে আইসোলেশনে থাকার যাবতীয় সুবিধা আছে এবং এই সুবিধা নিতে ইচ্ছুক তাদেরকে নির্দিষ্ট প্রফর্মা পূরণ করে একটি শপথনামা জমা দিতে হবে। প্রফর্মা করিমগঞ্জ জেলার ওয়েবসাইট karimganj.gov.in থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে এবং ডিসি করিমগঞ্জ ফেসবুক পেজেও দেখা যেতে পারে। যথাযথভাবে শপথনামাটি পূরণ করে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯৩৯৪৪৪৩১৩৬ বা সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল অফিসারের কাছে জমা দিতে হবে।

পাশাপাশি কোভিড পজিটিভ রোগীদের জন্য এই নির্দেশনায় আরও জানানো হয়েছে, একজন পরিচর্যাদাতা যিনি কোভিড টিকার দুটি ডোজ নিয়েছেন তাঁকে আইসোলেটেড কোভিড পজিটিভ ব্যক্তিকে কোভিড বিধি মেনে ২৪ ঘণ্টা প্রাথমিক যত্ন প্রদানের জন্য উপলব্ধ থাকতে হবে। তাঁকে একজন মেডিক্যাল অফিসারের সাথে যোগাযোগ রাখতে এবং ই-সঞ্জিবনী সুবিধাসহ টেলি-কনসালটেশন বা টেলিমেডিসিন প্ল্যাটফর্ম (ফোন নম্বর ৯৩৯৪৪ ৪৩১৩৬) ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। রোগী হোম আইসোলেশনে থাকাকালীন পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং রোগীর সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ থেকে জারিকৃত হোম কোয়ারেন্টাইন সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। তাছাড়া পরিচর্যাদাতা এবং রোগীকে এন৯৫ মাস্ক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক।

রোগীকে তার স্বাস্থ্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি স্বাস্থ্যজনিত কোনও সমস্যা দেখা দেয়, তা হলে তাকে জরুরি বলে বিবেচনা করে তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসককে জানাতে হবে। সাথে টেলি-কনসালটেশন প্ল্যাটফর্ম (মোবাইল ফোন নম্বর ৯৩৯৪৪ ৪৩১৩৬, ৯৩৯৪৪ ৪৩১৩৪) এবং জেলা কোভিড নিয়ন্ত্রণকক্ষ (যোগাযোগ নম্বর ৯৩৯৪৪ ৪৩১৩০ অথবা ০৩৮৪৩-২৬৫১৪৪)-এ জানাতে বলা হয়েছে। এতে অসম সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের গত ৮ জানুয়ারি তারিখে জারিকৃত কোভিড পজিটিভ শনাক্ত ব্যক্তিদের হোম আইসোলেশন সম্পর্কিত বিস্তারিত নির্দেশাবলী বা এসওপি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

কোভিড পজিটিভদের হোম আইসোলেশন সংক্রান্ত সর্বশেষ এসওপি জেলার ওয়েবসাইট karimganj.gov.in-এ পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

## উদ্বোধিত হাফলঙের পাওয়ার গ্রিডের ১৩২ কেভি জিএসআই সাবস্টেশন

হাফলং (অসম), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারতের স্বাধীনতা দিবসের ৭৫-তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অধীনে আজ মঙ্গলবার হাফলং শহরের লংকুক গ্রামে পাওয়ার গ্রিডের ১৩২ কেভি জিএসআই সাবস্টেশনের উদ্বোধন করা হয়েছে। হাফলং পাওয়ার গ্রিড এএসআই সাবস্টেশনটিকে ১৩২ কেভি জিএসআই সাবস্টেশনে উন্নীত করে আজ তার উদ্বোধন করেছেন বিধায়ক নন্দিতা গারলোসা।

উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সদস্য এসটি জেম রাংঙ্খল সহ বিভাগীয় বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের নিয়ে হাফলং পাওয়ার গ্রিডের ১৩২ কেভি জিএসআই সাবস্টেশনের উদ্বোধন করে বিধায়ক নন্দিতা গারলোসা বলেন, এই সাবস্টেশনটি ডিমা হাসাও জেলার মানুষকে এক নতুন দিশা দেখাবে। তিনি বলেন, ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে আজাদি কি অমৃত মহোৎসবের অধীনে এই ১৩২ কেভি সাবস্টেশন উদ্বোধন হওয়ায় এবার ডিমা হাসাও জেলার মানুষের জীবন উজ্জ্বল হবে। পাহাড়ি এলাকায় বিদ্যুতের সমস্যা এবার মিটবে বলে দাবি করেছেন বিধায়ক নন্দিতা।

হাফলং পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনের চিফ ম্যানেজার বিকে পাল বলেন, মাত্র আট মাসের মধ্যে নতুন এই সাবস্টেশনের কাজ সম্পূর্ণ করে একে কর্মক্ষম করে তোলা হয়েছে। তিনি এই ১৩২ কেভি সাবস্টেশন থেকে পুরো ডিমা হাসাও জেলায় বিদ্যুৎ পরিষেবা মিলবে এবং দুটি ফিডার অর্থাৎ খানডং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও জিরিবাম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে এই সাবস্টেশনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ মিলবে বলেও জানান চিফ ম্যানেজার। আরও বলেন, কোনও কারণে একটি ফিডার বিকল হয়ে পড়লে অন্য ফিডার থেকে বিদ্যুৎ মিলবে। তাছাড়া কারিগরি বিচ্যুতি দেখা দিলেও তা ১২ ঘণ্টার মধ্যে ঠিক করে তোলার অত্যাধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে হাফলং পাওয়ার গ্রিড কর্পরেশনের কাছে, বলেন চিফ ম্যানেজার বিকে পাল।

## নারায়ণ দেবনাথের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : নারায়ণ দেবনাথের প্রয়াণে বাংলায় শোক প্রকাশ করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার মোদী টুইটারে লিখেছেন, নারায়ণ দেবনাথ কাজ, কার্টুন এবং ছবির মাধ্যমে বহু মানুষের জীবন উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত শক্তি তাঁর কর্মকান্ডে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি আজীবন জনপ্রিয় হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে ব্যথিত। তাঁর পরিবার ও ভক্তদের প্রতি সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি। মঙ্গলবার প্রয়াত হয়েছেন 'বাঁটুল দি গ্রেট', 'নন্টে-ফন্টে'র স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথ। বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। টানা ২৫ দিন ধরে হাসপাতালের বেডে শুয়ে লড়াই থামল এদিন।

## করোনার প্রকোপ বাড়ছে পুদুচেরিতে, ৩১ জানুয়ারি অবধি স্কুল-কলেজ বন্ধের নির্দেশ

পুদুচেরি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে পুদুচেরিতে। করোনার বাড়বাড়ন্তের কারণে আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত স্কুল ও কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকার। মঙ্গলবার পুদুচেরির শিক্ষামন্ত্রী এ নমশিবায়াম ঘোষণা করেছেন, সাম্প্রতিক কোভিড-পরিস্থিতির কারণে আগামী ৩১ জানুয়ারি অবধি বন্ধ থাকবে সমস্ত স্কুল ও কলেজ। পুদুচেরিতে মঙ্গলারই নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২,০৯৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১০,৩৯৩ জন। পুদুচেরিতে সুস্থতার হার ৯১.২৭ শতাংশ।

## কাশ্মীর ও লাদাখে ফের তুষারপাত, হতাশ আপেল চাষিরা

শ্রীনগর, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): জম্মুর সমতলে বৃষ্টি, তুষারপাতে ফের বরফের চাদরে ঢাকা কাশ্মীর ও লাদাখ। মঙ্গলবার জম্মুর সমতলে হালকা বৃষ্টি হয়েছে, একই সময়ে সামান্য তুষারপাত হয়েছে কাশ্মীর ও লাদাখে। আগামী ২৪ ঘন্টা এমনই আবহাওয়া থাকবে জম্মু, কাশ্মীর ও লাদাখে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে মেঘলা থাকবে আকাশ। আগামী ২১ ও ২২ জানুয়ারিও বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। তবে, ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা নেই। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখে ফের বেড়েছে তাপমাত্রার পারদ। এদিন শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে মাইনাস ০.৭ ডিগ্রি, গুলমার্গে মাইনাস ৬ ডিগ্রি, লাদাখের দ্রাসে মাইনাস ১৬.১ ডিগ্রি, লেহ-তে মাইনাস ৯.১ ডিগ্রি, কার্গিলে মাইনাস ১২.৩ ডিগ্রি ও জম্মুতে ৯.৩ ডিগ্রি। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা থাকলেও, দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একটু চড়েছে তাপমাত্রার পারদ।

শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য খ্যাতি নয় কাশ্মীরের, কাশ্মীরের আপেল কোনও অংশ কম নয়। কিন্তু, এবার তুষারপাতের জন্য ক্ষতি হয়েছে আপেল চাষের। অনেক বাগানে আপেলের গাছ ক্ষতি হয়েছে, গাছেই নষ্ট হয়েছে প্রচুর আপেল। ফলে মাথায় হাত কাশ্মীরের আপেল চাষিদের। উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশের তুলনায় অধিক আপেল চাষ হয় কাশ্মীরে, কিন্তু এবার আপেল ক্ষতি হয় লোকসানের সম্মুখীন হতে হবে চাষিদের।

## পানাগড়ে করোনার টিকা ঘিরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই চরম বিশৃঙ্খলা

পানাগড়, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনার টিকা ঘিরে প্রাথমিক ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই চরম বিশৃঙ্খলার জেরে মঙ্গলবার প্রবল অশান্তি হয় পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড়ে।

করোনা বিধি কার্যকর করতে সর্বত্র উঠেপড়ে লেগেছে প্রশাসন। পানাগড়ে সকাল থেকে সেখানে টিকা নিতে লাইন দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু বেলা বাড়তে স্বাস্থ্য কেন্দ্রেরই অন্য জায়গায় টিকা দেওয়ার কথা ঘোষণা হয়। তাতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। শেষে পুলিশ নামিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হয় প্রশাসনকে।

মঙ্গলবার সকাল থেকে করোনার দ্বিতীয় টিকা নিতে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন সাধারণ মানুষ। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের যে অংশে টিকা দেওয়ার কথা ছিল, তার সামনে গা ঘেঁষে লাইনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ ক্ষণ অপেক্ষা করেন তাঁরা। কিন্তু স্বাস্থ্য কেন্দ্রের তরফে মাইকে ঘোষণা করা হয় যে, দ্বিতীয় টিকা অন্য বিভাগ থেকে নিতে হবে। তাতেই চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। হুড়োহুড়ি পড়ে যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। তাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভও দেখাতে শুরু করেন অনেকে। এমন পরিস্থিতিতে খবর দেওয়া হয় কাঁকসা থানার পুলিশকে। তারাই এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

## করিমগঞ্জে স্কুলপড়ুয়াদের বিভিন্ন সামগ্রী এবং কম্বল বিলি করে জন্মদিন পালন শ্যামাশ্রীর

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজের জন্মদিন পালন করেছে শ্যামাশ্রী পাল। করিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন আম্বরখানা গ্রামের বিশিষ্ট সংস্কৃতিপ্রেমী সৌমিত্র পাল ও শবনম ভট্টাচার্য (পাল)-এর একমাত্র কন্যা শ্যামাশ্রী। সে তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে উমাপতি গ্রামের অর্ধশতাধিক স্কুলপড়ুয়ার মধ্যে পড়াশোনার সামগ্রী সহ মাস্ক, বিভিন্ন খাবার সামগ্রী এবং কম্বল বিতরণ করেছে।

এ উপলক্ষে এক সংক্ষিপ্ত সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সকলেই শ্যামাশ্রীর এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেছেন। বক্তারা বলেন, জন্মদিন উপলক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে ভালো খাবার আয়োজন সহ হইহুল্লোড় করতেই বেশি পছন্দ করেন বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েরা। কিন্তু এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে সমাজের দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সৌমিত্র ও শবনম দুহিতা শ্যামাশ্রী।

এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে সৌমিত্র পাল বলেন, সমাজের সাধারণ মানুষের সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। এই আপ্তবাক্য মাথায় রেখে প্রতিবছর জন্মদিনের এই শুভ মুহূর্তে সামাজিক কাজে জড়িয়ে দেওয়া হয় শ্যামাশ্রীকে। ছেলেমেয়েদেরকে শৈশবেই সেবামূলক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা দরকার বলে মনে করেন সৌমিত্র পাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যামাশ্রীর মা শবনম পাল, কাকিমা পিঙ্কি পাল, জয়দীপ পাল, মোহিত নমশুদ্র, বিজয়া নমশুদ্র প্রমুখ। উমাপতি গ্রামের প্রতিটি মানুষ সৌমিত্রবাবুর এই সেবামূলক মনোভাবের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর মেয়ে যেন সমাজের এক প্রতিষ্ঠিত মহিলা হিসেবে আগামী দিনে নিজেকে তুলে ধরতে সক্ষম হয় সেই আশীর্বাদ করেন।

## মঙ্গলবার হাইলাকান্দিতে করোনায় আক্রান্ত ৭৮ জন

হাইলাকান্দি (অসম), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে হাইলাকান্দি জেলায় আজ মঙ্গলবার আক্রান্ত হয়েছেন ৭৮ জন। এতে তৃতীয় ঢেউয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৯৬। করোনার তৃতীয় ঢেউ ক্রমবর্ধমান ঊর্ধগামীর ফলে এই জেলায় জনমানসে আতঙ্ক বিরাজ করছে। জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। জানানো হয়েছে, আক্রান্তদের মধ্যে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে (আরএটি) ধরা পড়েছেন ৭৬ জন এবং আরটি-পিসিআরে দুজন। এদিন জেলায় ৮৯৫ জনের আরএটি এবং আরটি-পিসিআর করা হয়েছে ৪৫ জনের। জেলায় মোট সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৪৯৬। তবে স্বস্তির খবরও দিয়েছে জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দফতর। বলা হয়েছে, আজ মঙ্গলবার করোনাকে জয় করে সুস্থ হয়েছেন ৯৯ জন। সুস্থরা সবাই হোম আইসোলেশনে ছিলেন। এদিকে, হাইলাকান্দির সন্তোষ কুমার রায় অসামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন দুজন এবং শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তিনজনের, জানিয়েছে জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দফতর।

## ৫.৬ তীব্রতার ভূমিকম্পে লন্ডভন্ড আফগানিস্তান, বহু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, মৃত্যু ২৬ জনের

কাবুল, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে লন্ডভন্ড হয়ে গেল আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ বাদঘিস। ৫.৬ তীব্রতার ভূমিকম্পে ভেঙে পড়েছে বহু ঘর-বাড়ি, ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে ও ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ২৬ জনের। আহতের সংখ্যা প্রচুর। সোমবারের জোরালো ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কাদিস জেলার বাদ্রুক, দারবান্দা-ই-সাফেদ ও খাক পোলাক অঞ্চল।

সোমবার বিকেল ৪.১০ মিনিট নাগাদ আফগানিস্তনের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ বাদঘিসে ৫.৬ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের তীব্রতায় ভেঙে পড়েছে অসংখ্য বাড়ি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, বাদঘিসের প্রাদেশিক রাজধানী কালা-ই-নও-এর ৪০ কিলোমিটার পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। ওই অঞ্চলে একাধিকবার আফটার শক অনুভূত হয়। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ভূমিকম্পে ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

## কোভিডে আক্রান্ত এন চন্দ্রবাবু নাইডু, বাড়িতেই রয়েছেন নিভৃতবাসে

অমরাবতী, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): কোভিডের আগ্রাসন থেকে রেহাই পাচ্ছেন না কেউই, এবার করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু। মৃদু উপসর্গ রয়েছে তাঁর শরীরে, কোভিড-টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর থেকেই নিজেকে নিভৃতবাসে রেখেছেন তিনি। পাশাপাশি তাঁর সংস্পর্শে আসা সকলকেই করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন চন্দ্রবাবু নাইডু। মঙ্গলবার সকালে টুইট করে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বিরোধী দলনেতা এন চন্দ্রবাবু নাইডু জানিয়েছেন, 'আমি কোভিডে আক্রান্ত হয়েছি, মৃদু উপসর্গ রয়েছে। বাড়িতেই নিজেকে কোয়ারেন্টাইনে রেখেছি এবং সমস্ত ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করছি। আমার সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কাছে অনুরোধ করছি যত শীঘ্র সম্ভব কোভিড-টেস্ট করিয়ে নেবেন। সুস্থ থাকুন ও নিজেদের যত্ন নিন।'

## গোয়ায় লাইনচ্যুত ভাস্কোডাগামা এক্সপ্রেস, সমস্ত যাত্রীরা সুরক্ষিত

পানাজি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): গোয়ায় দুধসাগর ও কারানজোল রেল স্টেশনের মাঝে লাইনচ্যুত হয়ে গেল ভাস্কোডাগামা হাওড়া-অমরাবতী এক্সপ্রেস। মঙ্গলবার সকাল ৮.৫৬ মিনিট নাগাদ দুধসাগর ও কারানজোল রেল স্টেশনের মাঝে লাইনচ্যুত হয়ে যায় ভাস্কোডাগামা হাওড়া-অমরাবতী এক্সপ্রেসের লোকোর সঙ্গে সামনের দু''টি চাকা। লাইনচ্যুত হলেও, ট্রেনের অন্যান্য বগির কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। সমস্ত যাত্রী ও ট্রেনে থাকা রেল কর্মীরা সুরক্ষিত রয়েছেন।

রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সকাল ৮.৫৬ মিনিট হবে, দুধসাগর ও কারানজোল রেল স্টেশনের মাঝে লাইনচ্যুত হয়ে যায় ভাস্কোডাগামা হাওড়া-অমরাবতী এক্সপ্রেসের লোকোর সঙ্গে সামনের দু''টি চাকা। ট্রেনের অন্যান্য বগির কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, যাত্রীরাও সুরক্ষিত রয়েছেন। পরে অ্যাক্সিডেন্ট রিলিফ ট্রেনের সাহায্যে ট্রেনটিকে দুধসাগরে নিয়ে আসা হয়। কী কারণে বেলাইন হল এক্সপ্রেস ট্রেনটি তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## আরও একটি খারাপ দিন ব্রিটেনে, কোভিড-সংক্রমণ ও মৃত্যু উভয়ই ঊর্ধমুখী

লন্ডন, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): কোভিড মহামারীর ভয়ঙ্কর এই পরিস্থিতির মধ্যে আরও একটি খারাপ দিন প্রত্যক্ষ করল ব্রিটেনে। ব্রিটেনে ফের কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুতেও রাশ টানা যাচ্ছে না। করোনার বাড়বাড়ন্তের কারণে হাসপাতালের রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। ব্রিটেনে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৪ হাজার ৪২৯ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৮৫ জনের।

মৃত্যুর সংখ্যা তুলনামূলক কম হলেও, সংক্রমণ চিন্তা বাড়াচ্ছে। ব্রিটেনে এখনও পর্যন্ত কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ১৫,৩০৫,৪১০ জন, মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৭৫ জন। সুস্থতাও বাড়ছে, করোনাকে হারিয়ে ব্রিটেনে এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১১,৪৯৭,৬০২ জন। ব্রিটেনে এই মুহূর্তে করোনার বাড়বাড়ন্তের জন্য মূলত ওমিক্রনই দায়ী।

## পঞ্জাবে আপ-এর মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ভগবন্ত মান, জানিয়ে দিলেন কেজরিওয়াল

মোহালি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): যাবতীয় জল্পনার অবসান। পঞ্জাবে আম আদমি পার্টি (আপ)-র মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে হতে চলছেন তা জানিয়ে দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ-এর জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মঙ্গলবার কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, পঞ্জাবে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আপ-এর মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হচ্ছেন সাংরুর লোকসভা আসনের আপ সাংসদ ভগবন্ত মান।

পঞ্জাবে আপ-এর মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে হবেন, তা জনগণের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন কেজরিওয়াল। আপ-এর পক্ষ থেকে জনমত চাওয়া হয়। সেই জনমত পাওয়ার পর মঙ্গলবার মোহালিতে কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, পঞ্জাবে আপ-এর মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হচ্ছেন সাংরুর লোকসভা আসনের আপ সাংসদ ভগবন্ত মান। উল্লেখ্য, ১৪ ফেব্রুয়ারির বদলে ২০ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে পঞ্জাবে।

## বারাণসীর বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বার্তালাপ মোদীর, ভোট ও কৃষি নিয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি ও বারাণসী, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): নিজের সংসদীয় কেন্দ্র উত্তর প্রদেশের বারাণসীর বিজেপির কর্মীদের সঙ্গে বার্তালাপ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার নমো অ্যাপের মাধ্যমে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বার্তালাপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই বার্তালাপে ভোটদানের গুরুত্ব, কৃষিকাজ-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মত বিনিময় করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বার্তালাপে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, 'প্রতিটি ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভোটের গুরুত্ব কতটা তা জনগণকে আমাদের বোঝাতে হবে।' প্রাকৃতিক কৃষিকাজের ওপর জোর দিতেও আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমাদের প্রাকৃতিক চাষে জোর দিতে হবে। রাসায়নিকমুক্ত চাষের জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করা উচিত। আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উদযাপনে আমাদের সবাইকে সংযুক্ত করা উচিত।' এছাড়াও আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বারাণসীর বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

## পরিত্যক্ত ব্যাগকে ঘিরে আতঙ্ক শ্রীনগরে, মিলল না কিছুই

শ্রীনগর, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): প্রজাতন্ত্র দিবসের কয়েকদিন আগে পরিত্যক্ত "সন্দেহজনক" ব্যাগকে ঘিরে আতঙ্ক তৈরি হল শ্রীনগরে। যদিও, তল্লাশি চালানোর পর ওই ব্যাগের ভিতর থেকে কিছুই পাইনি বম্ব ডিস্পোজাল স্কোয়াড। মঙ্গলবার সকালে শ্রীনগরের কামারওয়ারি এলাকায় সন্দেহজনক একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তৎক্ষণাৎ ওই এলাকাটিকে ঘিরে ফেলে পুলিশ। খবর দেওয়া হয় বম্ব ডিস্পোজাল স্কোয়াডে, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ব্যাগটিকে যাচাই করেন বম্ব ডিস্পোজাল স্কোয়াডের আধিকারিকরা। কিন্তু, ওই ব্যাগের ভিতর থেকে কিছুই মেলেনি। এই ঘটনার জেরে এদিন সকালে ওই এলাকায় যানবাহন চলাচল বেশ কিছু সময়ের জন্য বন্ধ থাকে। কে বা করা ব্যাগটিকে ফেলে রেখেছিল, তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।

# তেলিয়ামুড়ায় একই দিনে দুইটি যান দুর্ঘটনায় আহত আট

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ জানুয়ারি।।** একই দিনে দুইটি যান দুর্ঘটনায় আহত আট জন। দুজনের অবস্থা গুরুতর হওয়াতে তাদের চিকিৎসা চলছে আগরতলা জিবি হাসপাতালে। ঘটনা দুটি ঘটেছে তেলিয়ামুড়া থানাধীন খাসিয়ামঙ্গল এলাকায় এবং মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন ৩৭ মাইল এলাকায়। প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে মোটরবাইক ও বালুর গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর আহত মোটরবাইক চালকসহ এক মহিলা, ঘটনা মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন ৩৭ মাইল এলাকায় মঙ্গলবার সাত সকালে বর্তমানে তাদের চিকিৎসা চলছে আগরতলা জিবি হাসপাতাল এ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় শুভাশীষ শিব নিজ মোটরবাইক নিয়ে সহকর্মী রুপা শর্মা কে নিয়ে মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন ৩৭ মাইল এলাকায় আসতেই অপর দিক থেকে আসা একটি বালুর গাড়ি সজোরে ধাক্কা দেয় এতে গুরুতর আহত হয় মোটর বাইক চালক শুভাশীষ শিব ও মোটর বাইকে পেছনে বসে থাকা সহকর্মী রুপা শর্মা। পড়ে ঘটনার খবর পেয়ে মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ আহতদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। পরে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক গুরুতর আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক প্রত্যক্ষ করে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার জন্য ১০২ নম্বরের এম্বুলেন্স যুগে জি বি হাসপাতালে প্রেরণ করে দেয়।

এদিকে দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি ঘটে মালবাহী গাড়িতে যাত্রী বোঝাই করার ফলে অল্পেতে বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল যাত্রী বোঝাই গাড়ি। এতে আহত হয় দুইজন মহিলা সহ চারজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন খাসিয়া মঙ্গল বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন তেলিয়ামুড়া অমরপুর সড়কে মঙ্গলবার সন্ধ্যারাতে।

সংবাদে জানা যায়, তৈদু বাজার থেকে হাট বাজার করে টিআর ০১ একিও ১৬৩৯ গাড়ি করে ট্রাফিক নিয়ম নীতি কে তোয়াক্কা না করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নিয়ে তেলিয়ামুড়া দিকে আসছিল। তেলিয়ামুড়া থানাধীন খাসিয়া মঙ্গল বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় আসতেই আচমকা গাড়ির চাকা ব্লাস্ট মারে। এতে গাড়ির চালক গাড়িটিকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারায় রাস্তার পাশে চলে আসে এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় গাড়িটি জানা গেছে গাড়ির উপরে ছিল চার জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং গাড়ির ভেতরে ছিল দুজন মহিলা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় তেলিয়ামুড়া দমকল কর্মীরা। দুর্ঘটনাস্থল থেকে আহত অবস্থায় ছয়জনকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। ছয়জনের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর। তাদের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমার হাসপাতালে যদিও বাকিদের তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর তারেককে ছেড়ে দিয়েছে।

এদিকে তেলিয়ামুড়াতে প্রতিনিয়ত দেখা যায় ট্রাফিক নিয়ম-নীতিকে তোয়াক্কা না করে যান চালকরা অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে চলাফেরা করছে। বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায় পাহাড়ি জনপদ গুলিতে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই করে যানবাহন চলাচলের ফলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যুর ঘটনাও রয়েছে। তবে এখন দেখার বিষয় সংশ্লিষ্ট দপ্তর আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

# পদোন্নতি প্রাপ্ত পুলিশ অফিসারদের জেলা পুলিশ কার্যালয়ে রিপোর্ট করাত নির্দেশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।।** সম্প্রতি রাজ্য পুলিশের যে ২৪ জন ইন্সপেক্টরকে টিপিএস গ্রেড-টু হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। তাদের সকলকে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ কার্যালয়ে রিপোর্ট করার জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে ওইব পদোন্নতিপ্রাপ্ত অফিসারদের নির্ধারিত থানার সিনিয়র অফিসারকে থানার ওসির দায়িত্ব পালন করার জন্য বলা হয়েছে।


**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ


## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি** : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৮৩৫৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স** : **একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৮৫২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৫৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন** : ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক** : **জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম** : ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪৫০৫০০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান** : **নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৭১১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৮৫২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৫৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৯৮৬৩৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস** : **প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৫৩৩, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ** : **পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৪৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ** : **বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৫০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮০০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস** : **রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস** : **টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# তৃণমূলের গোষ্ঠী-কোন্দলে উত্তেজনা গোসাবায়, প্রতিবাদে বিক্ষোভ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের

গোসাবা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ ও সংঘর্ষের জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবায়। গোসাবার শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলতলি বাজার এলাকার ঘটনা। সংঘর্ষে দু'পক্ষের বেশ কয়েকজন গুরুতর জখম হয়েছেন। সোমবার সন্ধ্যায় ওই সংঘর্ষের খবর পেয়ে গোসাবা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। তবে, বাজার এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটায় যথেষ্ট আতঙ্কিত এলাকার সাধারণ ব্যবসায়ীরা। ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকালে বেলতলী বাজার এলাকায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল করা হাতে থাকবে এই নিয়েই তৃণমূলের বরুণ প্রামাণিক ও পরিতোষ হালদারের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। কিছুদিন আগেও একে অপরের বিরুদ্ধে থাকলেও সম্প্রতি গোসাবা উপ-নির্বাচনের আগে ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদের নিষ্পত্তি হয়। চিত্ত ওরফে বরুণ শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান। অন্যদিকে এলাকার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি পরিতোষ। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই পরিতোষের বিরুদ্ধে এলাকায় তোলাবাজি-সহ নানা দুর্নীতির অভিযোগ তোলে। ফলে দলের কর্মীদের কাছেও তাঁর ভাবমূর্তি যথেষ্ট খারাপ। সম্প্রতি ব্লক নেতৃত্ব নতুন অঞ্চল সভাপতি নির্বাচন করতে উদ্যোগী হয়েছে। বুথ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে দলের নিয়ম মেনেই সেই সভাপতি নির্বাচন করা হবে। এ বিষয়ে সোমবার বিকেলে গোসাবা ব্লক নেতৃত্বের উদ্যোগে পাঠানখালিতে একটা বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়। সেই বৈঠকে শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত বুথ সভাপতি সহ দলীয় নেতৃত্বকে ডাকা হয়। সেখানে চিত্ত উপস্থিত হলেও পরিতোষ ও তাঁর অনুগামীরা উপস্থিত হননি। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বুথ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বুথ সভাপতি নির্বাচন ও তাঁদের দ্বারাই অঞ্চল সভাপতি নির্বাচন করা হবে।

# ভারতে টিকা পেলেন ১৫৮.০৪-কোটির বেশি প্রাপক ওমিক্রনে আক্রান্ত বেড়ে ৮,৮৯১

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় নতুন মাইলফলকে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৭৯ লক্ষ ৯১ হাজার ২৩০ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৫৮.০৪-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৫৮,০৪,৪১,৭৭০ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে করোনার নতুন প্রজাতি ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যাও, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ওমিক্রনে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৮৯১ জন। সোমবারের থেকে ৮.৩১ শতাংশ বেশি।

করোনা-স্ফীতির মধ্যেই কোভিড-পরীক্ষাও চলছে সমানতালে। ভারতে ৭০.৫৪-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৭ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১৬,৪৯,১৪৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭০,৫৪,১১,৪২৫-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৬,৪৯,১৪৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ০১৮ জন।

# ১২-১৪ বছর বয়সিদের টিকা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক : সূত্র

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): চলতি মাসের ৩ তারিখ থেকে দেশজুড়ে ১৫-১৮ বছর বয়সিদের টিকাকরণ শুরু হয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে চলছে কিশোর-কিশোরীদের টিকাকরণ। শোনা যাচ্ছিল, ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সিদের টিকাকরণ শুরু হতে পারে মার্চ মাস থেকেই। কিন্তু, মঙ্গলবার সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ১২-১৪ বছর বয়সিদের টিকাকরণ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের জেরে দেশজুড়ে সংক্রমণ শিখর ছুঁয়েছে। বেশিরভাগ রোগীর অক্সিজেন প্রয়োজন না হলেও, আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বাদ যাচ্ছে না শিশু-কিশোররা। বিশেষজ্ঞরা আগেই সতর্ক করে বলেছিলেন, করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে শিশুরা আক্রান্ত হতে পারে। কারণ, যাটোর্ধ্ব থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের সিংহভাগ টিকার দুটি ডোজ পেয়ে গিয়েছেন। এরপর গত বছর ২৫ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেন, ১৫-ঊর্ধদের টিকাকরণ এবং স্বাস্থ্যকর্মী, প্রথম সারির যোদ্ধা, যাটোর্ধ্ব কো-মরবিড ব্যক্তিদের জন্য 'প্রিকশন' বা বুস্টার ডোজ চালুর কথা।

সেই মতো চলতি মাসের ৩ তারিখ থেকে দেশজুড়ে ১৫-১৮ বছর বয়সিদের টিকাকরণ শুরু হয়েছে। মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে ৩ কোটি ৪৫ লক্ষেরও বেশি কিশোর-কিশোরী ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ পেয়ে গিয়েছেন। ২৮ দিনের মধ্যে তাঁদের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হবে। অর্থাৎ, ফেব্রুয়ারির শেষে সংশ্লিষ্ট সকলের টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। মনে করা হচ্ছিল, মার্চ মাস থেকেই শুরু হতে পারে ১২-১৪ বছর বয়সিদের টিকাকরণ। কিন্তু, মঙ্গলবার জানা গেল, ১২-১৪ বছর বয়সিদের টিকা দেওয়া নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

# করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ফের রাজ্যগুলিকে চিঠি কেন্দ্রের পরীক্ষা বাড়ানোর পরামর্শ

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): করোনা নিয়ে উদ্বেগের মাঝে ফের রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে চিঠি দিয়ে সতর্ক করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব আরতি আহুজা চিঠি দিয়ে প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনকে সংক্রমণ পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে নির্দেশিকা মেনে করোনা পরীক্ষা বাড়ানোর পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ' (আইসিএমআর)-এর নির্দেশিকা মেনে করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বাড়িয়ে 'হটস্পট' এলাকা চিহ্নিত করতে হবে। কন্টাক্ট ট্রেসিং, প্রয়োজনে করোনা আক্রান্তদের নিভৃতবাসের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। কোথাও সংক্রমণের বাড়বাড়ন্ত (ক্লাস্টার) চিহ্নিত হলে নজরদারি বাড়াতে হবে সেখানেও। প্রয়োজনে 'গণ্ডিবদ্ধ এলাকা' ঘোষিত পথে হাঁটতে হবে।

সম্প্রতি কয়েকটি রাজ্যে করোনা পরীক্ষার সংখ্যা কমার পরিসংখ্যান মেলায় উদ্বেগও প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। কোভিড-১৯ রোগীদের প্রাণহানির ঘটনা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার কথাও বলা হয়েছে ওই চিঠিতে। বিশেষত, পরিস্থিতির মোকাবিলায় পর্যাপ্ত বেড, অক্সিজেন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য পরিষেবা মজুত রাখার কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব।

# ইয়েমেনের জঙ্গি ঘাঁটিতে সৌদি জোটের পাল্টা বিমান হামলা, মৃত ১৪

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): এবার সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট পাল্টা বিমান হামলা চালাল ইরান-ইয়েমেন মদতপুষ্ট জঙ্গি গোষ্ঠী হাউথির ঘাঁটিতে। হামলায় অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি এক সামরিক কর্তার বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি, তাঁর স্ত্রী ও ২৫ বছরের পুত্র সকলেরই মৃত্যু হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে যেন ফের যুদ্ধের দামামা। সোমবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর আবু ধাবিতে জোড়া হামলা চালিয়েছিল ইরান-ইয়েমেন মদতপুষ্ট জঙ্গি গোষ্ঠী হাউথি। এবার তাদের পাল্টা জবাব দিতে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট বিমান হামলা চালাল ইয়েমেনে ওই সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিতে। হামলায় অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স সূত্রে জানা যাচ্ছে, মঙ্গলবার ইয়েমেনের সানায় বিমান হামলা চালায় জোট বাহিনী। সেখানে অবস্থিত ইরানের সমর্থক হাউথি গোষ্ঠীর এক শক্তিশালী ঘাঁটিতে বোমা বর্ষণ করা হয়। অন্তত ১৪ জন মারা গিয়েছেন ওই হামলায়। পাশাপাশি এক সামরিক কর্তার বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি, তাঁর স্ত্রী ও ২৫ বছরের পুত্র সকলেরই মৃত্যু হয়েছে।

সোমবারই আবু ধাবিতে হামলা চালায় জঙ্গি গোষ্ঠী হাউথি। আমিরশাহীর বৈদেশিক কূটনীতি এবং আরবের কৌশল নির্ধারিত হয় এই আবু ধাবি থেকে। সেই নিরিখে দেখতে গেলে আমিরশাহীর গুরুত্বপূর্ণ শহর আবু ধাবি। সোমবার এই শহরকেই নিশানা করেছিল জঙ্গিরা। তারা শহরে জোড়া অগ্নিকাণ্ড ঘটায়। বিমানবন্দরে জ্বালানি সরবরাহকারী তেলের তিনটি ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণে ৩ জনের মৃত্যু হয়। নিহতদের মধ্যে ২ জন ভারতীয়। আহত হন অনেকে। আবার আরেকটি বিস্ফোরণে বিমানবন্দরের ভিতরে নির্মীয়মান একটি বিল্ডিংয়ে আগুন ধরে যায়।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে ১৪ সেপ্টেম্বর একইভাবে আমিরশাহীর দু'টি তেলের খনিতে হামলা চালিয়েছিল এই হাউথি গোষ্ঠী। যার জেরে দু'দেশের সম্পর্কের আরও অবনতি হয়। প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে শুরু থেকেই আমিরশাহী এবং ইয়েমেনের সম্পর্ক কার্যত সাপে-নেউলে। সৌদি আরবপন্থী জোটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আমিরশাহী। যারা ইরান মদতপুষ্ট হাউথি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ২০১৫ সালের শুরুর দিকে হাউথিরা ইয়েমেনের রাজধানী দখল করে নেয়। আন্তর্জাতিক সমর্থন নিয়ে সরকার গড়ে। সেই সময় থেকেই হাউথিদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে আমিরশাহী। এবার সেই শত্রুতা এক নতুন মোড় নিল বলে মনে করা হচ্ছে।

# মুম্বইয়ের উপকূলে নৌসেনার যুদ্ধজাহাজে বিস্ফোরণ নিহত ৩ নৌসেনা কর্মী

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): নৌসেনা জাহাজ আইএনএস রণবীরের ইন্টারনাল কম্পার্টমেন্টে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের ঘটনায় তিন জন নৌসেনা কর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার মুম্বইয়ের নেভাল ডকইয়ার্ডে আইএনএস রণবীরে বিস্ফোরণ ঘটে। এছাড়া আহত হয়েছেন একাধিক। নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

সূত্র মারফত খবর, যুদ্ধজাহাজের একটি অভ্যন্তরীণ কামরায় বিস্ফোরণটি ঘটে। এদিকে জাহাজের অন্যান্য ক্রুরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কতটা পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সে বিষয়ে এখনও অবধি কিছু জানা যায়নি। এ বিষয়ে নৌবাহিনীর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যুদ্ধজাহাজটি পূর্ব নৌ কমান্ড থেকে ক্রস-কোস্ট অপারেশনাল মোতায়েনে ছিল এবং শীঘ্রই বেস বন্দরে ফিরে আসার কথা ছিল। তদন্ত বোর্ডকে কারণ অনুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই ঘটনায় মৃত নৌসেনা কর্মীদের পরিচয় এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

প্রসঙ্গত, পাঁচটি রাজপুত শ্রেণীর ধ্বংসকারীর মধ্যে চতুর্থ আইএনএস রণবীরকে ১৯৮৬ সালের ২৮ অক্টোবর ভারতীয় নৌবাহিনীতে নিযুক্ত করা হয়। তবে এরকম ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগে ২০২১ সালের ২৩ অক্টোবর ভারতীয় নৌবাহিনীর ধ্বংসকারী আইএনএস রণবিজয়ে বিধ্বংসী আগুন লাগে। সেইসময় ইস্টার্ন নেভাল কমান্ড জানিয়েছিলে যে, ওই ঘটনায় চার জন নাবিক দগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাদের নৌবাহিনীর হাসপাতাল আইএনএইচএস কল্যাণীতে চিকিৎসা করানো হয়।

# হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যু শাসকদলের উপ-প্রধানের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৮ জানুয়ারি।।** মৃত্যুর স্বাদ সকলকেই বরণ করতে হবে। কেউ আগে বা কেউ পরে। মৃত্যুর কাছে হার মানতে হবে সবাইকে। এটাই চিরসত্য। এমনই একটি অকাল মৃত্যুর ঘটনা ঘটে বক্সনগর ব্লক অন্তর্গত বাগবের গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসক দলীয় উপপ্রধানের। তাঁর নাম মানিক মিয়া। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। বাড়ি বাগবের গ্রাম পঞ্চায়েতের দুধপুকুর এলাকায়। এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানা যায় তিনি গত কিছুদিন যাবত হৃদরোগে ভুগছিলেন। হৃদরোগে আক্রান্ত মানিক মিয়া গত শনিবার বিকাল বেলা তার বাড়িতেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার পরিবারের লোকজন তাঁকে প্রথমে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর অবস্থার অবনতি দেখতে পেয়ে তাঁকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেন।

জিবিপি হাসপাতালে এক দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে রবিবার রাত্র আনুমানিক দশটা ত্রিশ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাতেই তাঁর মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে সিপাহীজলা জেলার দক্ষিণাংশের বিজেপি সভাপতি দেবব্রত ভট্টাচার্য,বক্সনগর মন্ডল সভাপতি সুভাষ চন্দ্র সাহা,বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সঞ্জয় সরকার,গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানসহ বহু নেতৃবৃন্দ তাঁর বাড়িতে ছুটে যান এবং তাঁর আত্মার সদগতি কামনা করেন। মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়ে সহ ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে বাগবের গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এলাকার সমাজ গঠনের অনেকটা ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন প্রধান সুখেন দাস। মৃত্যুর খবর শুনে শুধু তাঁর আত্মীয়স্বজন ছাড়াও পার্শবর্তী অন্যান্য ধর্মের মহিলারা পর্যন্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সোমবার বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিটে ইসলামিক রীতিনীতি মেনে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে বলে তার পরিবার থেকে জানা যায়। মানিক মিয়া ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী নম্র ভদ্র সজ্জন ব্যক্তি। একমাত্র উপার্জন বলতে বি পি এল রেশনের চাউল আর উপ প্রধানের ভাতা তা দিয়েই কনো রকমে সংসার চলতো। হিন্দু মুসলিম সকল অংশে লোকই শেষ বিদায় কবরে অংশ গ্রহন করেন।

## সময়সীমা

● প্রথম পাতার পর

ছিল ১.৬০ শতাংশ। তিনি বলেন, দক্ষিণ জেলায় সংক্রমণের হার বর্তমানে ৮.৩৬ শতাংশ এবং এক সপ্তাহ আগে ছিল ১.৪৩ শতাংশ। ধলাই জেলায় সংক্রমণের হার ৮.০১ শতাংশ। এক সপ্তাহ আগে ছিল ১.০৬ শতাংশ। ঊনকোটি জেলায় সংক্রমণের হার ১৩.৮১ শতাংশ এবং এক সপ্তাহ আগে ছিল ১.৩৪ শতাংশ। উত্তর ত্রিপুরায় সংক্রমণের হার ৪.১৪ শতাংশ এবং এক সপ্তাহ আগে ছিল ১.৫৬ শতাংশ।

তাঁর কথায়, বর্তমানে সারা ত্রিপুরায় করোনার সংক্রমণের হার ১০.৭২ শতাংশ যা এক সপ্তাহ আগে ছিল ২.৩৮ শতাংশ। স্বাভাবিকভাবে, সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে করোনার সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণে ত্রিপুরা সরকার নতুন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন, গত ১০ জানুয়ারি প্রকাশিত নির্দেশিকায় বিধিনিষেধে কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, তাতে দেখা গেছে সুযোগের অপব্যবহার হচ্ছে। তাই, মাল্টিপ্লেক্স, শপিং মল, সিনেমা হল, পার্ক, পিকনিক স্পট, প্রদর্শনী এবং মেলা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, নৈশকালীন কারফিউ রাত ৮টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত সারা ত্রিপুরায় বলবৎ হবে। তিনি বলেন, আগামী ২০ জানুয়ারি থেকে নতুন নির্দেশিকা জারি হবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, আগরতলা পুর নিগম এলাকায় করোনার সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি হওয়ায় সমস্ত সরকারী কার্যালয়ে ৫০ শতাংশ কর্মী পরিচালিত হবে। তবে, যুগ্ম সচিব স্তর থেকে ঊর্ধ্বের আধিকারিকরা সকলে অফিসে আসতে হবে। এমনকি, বেসরকারী সংস্থাতেও একই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। তাঁর মতে, আরো দশ দিনের জন্য নয়া নির্দেশিকা জারি হবে।

## চব্বিশ ঘন্টায়

● প্রথম পাতার পর

দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ১৩৮৫ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। করোনার নমুনা পরীক্ষা বেড়ে যাওয়ায় দৈনিক সংক্রমণের হার আবারও বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৪.৮৬ শতাংশ। গতকাল ৫৪১৭ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৬৪১ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোঁজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ১১.৮৩ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৪৯২ জন করোনার সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৬৪৯১ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯২৯৬১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮৫৫৬১ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৪.১০ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৯২.১০ শতাংশ। এদিকে ০.৯১ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘন্টায় চার জনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮৪১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলাই করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। এছাড়া চারটি জেলায় শতাধিক মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৬১০ জন, উত্তর জেলায় ৮৭ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৯৬ জন, দক্ষিণ জেলায় ১৩৭ জন, ধলাই জেলায় ১৩২ জন, ঊনকোটি জেলায় ১৪৫ জন, খোয়াই জেলায় ৪৫ জন এবং গোমতি জেলায় ১৩৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

## রাবার

● প্রথম পাতার পর

ভাঙা দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হলে খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর থানায়। খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ এর সূত্র ধরে ইতিমধ্যেই পুলিশ একটি চুরির মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। রাবার প্রডিউসার্স সোসাইটির গোদামে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় গোটা রাজনগর এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলাকায় রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সংশয় ক্রমশ বাড়ছে। অবিলম্বে এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

## অভিযান

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে। তাতে, ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের টিকাকরণ হবে। তাঁর দাবি, ২ লক্ষ ১৩ হাজার জন যোগ্য ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের টিকাকরণের লক্ষমাত্রা পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। টিকাকরণের বিশেষ অভিযানে লক্ষমাত্রা পূরণ সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন।

তাই, তিনি ত্রিপুরায় সমস্ত অভিভাবকদের তাঁদের সন্তানদের টিকাকরণে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন এবং করোনার বিরুদ্ধে লড়াই আরও শক্তিশালী করার আহবান রেখেছেন। এদিকে, ত্রিপুরায় বর্তমানে ৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৪২০টি কোভিডের ডোজ মজুত রয়েছে।

## চাম্পাহাওয়র

● প্রথম পাতার পর

ধ্বংস করে দেয় পুলিশ ও বিএসএফ -র সম্মিলিত বাহিনী। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চাম্পাহাওর থানার পুলিশ ও বিএসএফ যৌথ অভিযানে এদিন টানা কয়েক ঘন্টার সংগঠিত অভিযানে পাঁচশ গাঁজা গাছ কেটে ফেলা হয়। যার আনুমানিক মূল্য দশ লক্ষ টাকা হবে। গাঁজা গাছ গুলিকে বাগানেই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

## মোবাইল

● প্রথম পাতার পর

আটক করে থানায় নিয়ে আসেন। উদয়পুর জেলা হাসপাতালে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে অভিযুক্তকে আরো বেশ কয়েকবার মোবাইল চুরি করতে লক্ষ করা গেছে বলে জানা গেছে। আটক চোরের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দাবি উঠেছে।

## খোয়াইয়ে

● প্রথম পাতার পর

আদালত পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করে ধৃত জয়ন্ত দেবকে তিনদিনের জন্য রিমান্ডে পাঠিয়েছে। পুলিশ রিমান্ডে ধৃতকে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চলছে বলে জানা গেছে।

## উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে জিরানিয়ায় ইট ভাট্টার এক কর্মী মারা গেছে। ঘটনা দুটির তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

## মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যেই ট্রেডার মাধ্যমে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব সভায় জানান, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় আয়ুষ হাসপাতাল স্থাপনের উপর রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আয়ুষ হাসপাতাল স্থাপনের মাধ্যমে আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, ইউনানি, ন্যাচারোপ্যাথি ইত্যাদি বিকল্প ঔষধপত্র ব্যবস্থার বৃদ্ধি রাজ্য সরকারের প্রধান লক্ষ্য। রাজ্য সরকারের এই লক্ষ্যকে পূরণ করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর রাজ্যের প্রতিটি জেলায় আয়ুষ হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টে অনুযায়ী রাজ্যের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি উন্নত এবং শক্তিশালী করার কাজ চলছে।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার বিভিন্ন দপ্তরের নানা প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি ঘরে রোজগার দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের লক্ষ্য অনুযায়ী বিভিন্ন দপ্তর ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতা পেয়েছে। পাশাপাশি ভিশন ডকুমেন্টকে বাস্তবে পরিনত করার লক্ষ্যে যে সমস্ত কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রূপায়ণ করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে নিয়মিত ফলো-আপ করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বন, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্য, তথ্য ও প্রযুক্তি, গ্রামোন্নয়ন, পূর্ত, আরক্ষা, শ্রম, আইন, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান, সমবায় ইত্যাদি বিভিন্ন দপ্তর রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে যেসমস্ত কর্মসূচি রূপায়ণ করেছে এবং আগামীতে যে সব কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করেছে তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধানসচিব ও সচিবগণ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। সভায় উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, মুখ্যসচিব কুমার অলক এবং বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব ও সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন।

# খেলাধুলা

## ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার লেওনডস্কি বিশেষ পুরস্কার পেলেন রোনাল্ডো

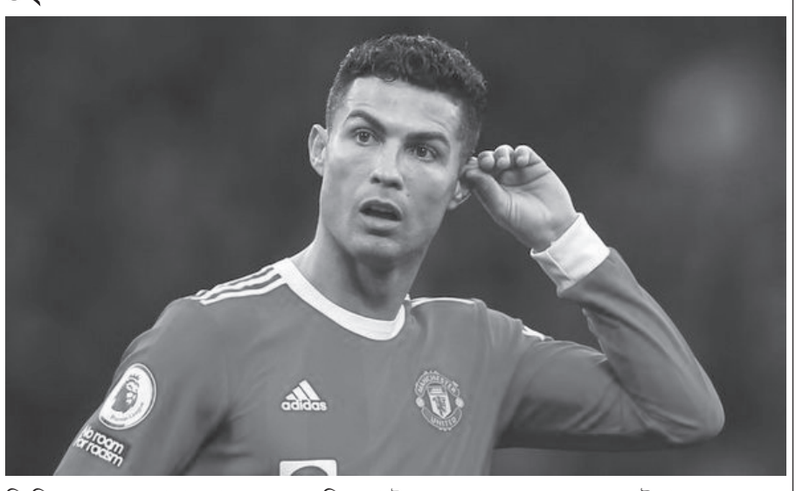

জুরিখ, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : মেসি, রোনাল্ডোদের পিছনে ফেলে ফিফার বর্ষসেরা (পুরুষ) ফুটবলার নির্বাচিত হলেন পোল্যান্ডের তারকা রবার্ট লেওনডস্কি। এই নিয়ে পরপর দু'বার এই পুরস্কার পেলেন তিনি। তবে হাত খালি রইল না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। সোমবার ফিফার স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড পেলেন পর্তুগিজ তারকা।

অল্পের জন্য এবারের ব্যালন ডি'অর পুরস্কার জিততে পারেননি পোলিশ তারকা রবার্ট লেওনডস্কি। তাঁকে টপকে ব্যালন ডি'অর পুরস্কার হাতে তুলেছিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। এলএম টেনকে টপকেই তিনি এবারের ফিফা বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জিতলেন। জুরিখে অনুষ্ঠিত এবারের ফিফার বর্ষসেরা পুরস্কারের দৌড়ে লেওনডস্কি এবং মেসির সঙ্গে ছিলেন মিশরের তারকা ফুটবলার মহম্মদ সালাহও। মেসি এবং সালাহকে পিছনে ফেলে সেরার শিরোপা পেলেন পোল্যান্ডের তারকা।

তবে হাত খালি রইল না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। সোমবার ফিফার স্পেশ্যাল অ্যাওয়ার্ড পেলেন পর্তুগিজ তারকা। এই পুরস্কার পাওয়ার পর রোনাল্ডো তাঁর প্রাক্তন এবং বর্তমান সতীর্থদের ধন্যবাদ জানান। ২০২০ সালে ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছিলেন লেওনডস্কি। সেবার তিনি হারিয়েছিলেন দুই মহারথী রোনাল্ডো এবং মেসিকে।

এদিকে মহিলাদের বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হলেন স্পেনের অ্যালেক্সিয়া পুটেলাস। এবারের পুসকাস অ্যাওয়ার্ড জিতলেন এরিক লামেলা। পুরস্কার পাওয়ার পর উচ্ছ্বসিত লামেলা জানালেন, "সবাইকে ধন্যবাদ। এই পুরস্কার পেয়ে আমি ভীষণ খুশি। এই মুহূর্তে আমি এর থেকে কিছু বেশি ভাবতে পারছি না।" বর্ষসেরা কোচ নির্বাচিত হলেন চেলসির টমাস টুখেল। তাঁর কোচিংয়েই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল চেলসি। পুরস্কার জেতার পর টুখেল জানান, "অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। এই পুরস্কার যে পাব, ভাবতে পারিনি।" চেলসির ঘরে আরও একটি পুরস্কার ঢুকেছে। এবারের ফিফা বর্ষসেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার পেলেন চেলসির গোলরক্ষক এডওয়ার্ড মেন্ডি। টুখেলের সঙ্গে সেরা কোচের দৌড়ে ছিলেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা, ইতালির কোচ রবার্তো মানচিনি। এঁদের টপকে এই পুরস্কার জিতলেন টুখেল।-হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

## বিরাটের অধিনায়কত্ব ছাড়া নিয়ে এত হাহাকারের কিছু নেই : গৌতম গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : বিরাট কোহলি আচমকা টেস্ট অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর দেশজুড়ে নানা প্রতিক্রিয়ার মধ্যে প্রাক্তন ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর বলেন বিরাটের অধিনায়কত্ব ছাড়া নিয়ে এত হাহাকারের কিছু নেই। সবাইকে একদিন না একদিন অধিনায়কত্ব ছাড়তে হয়। কারণ, অধিনায়কত্ব কারও জন্মগত অধিকার নয়!

এক প্রশ্নের জবাবে গম্ভীর বলেন, "নতুন কী দেখার আছে? অধিনায়কত্ব কারও জন্মগত অধিকার নয়। এমএস ধোনিকে এক সময় অধিনায়কত্বের ব্যাটন বিরাটকে দিয়ে দিতে হয়েছে। বিরাটের নেতৃত্বে খেলেওছে ধোনি। মনে রাখবেন, ধোনির কিন্তু তিনটে আইসিসি ট্রফি আছে। সঙ্গে চারটে আইপিএল।" সেই সঙ্গে আরও বলেন, "কোহলির উচিত এ সব বাদ দিয়ে রান করা। সেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। লোকে স্বপ্ন দেখে ভারতের হয়ে খেলার, ভারতের অধিনায়কত্ব করার নয়। স্বপ্নটা হওয়া উচিত দেশকে জেতানো। কী আলাদা হবে অধিনায়ক না থাকলে? তুমি টস করতে যাবে না আর ফিল্ড প্লেস করবে না, এই তো। কিন্তু তোমার এনার্জি, তোমার ইচ্ছেটা একই থাকা উচিত।"

গম্ভীর একা নন, বিরাটের অধিনায়কত্ব ছাড়া নিয়ে হাহাকার করতে রাজি নন আরও অনেক প্রাক্তনই। খোদ কিংবদন্তি অধিনায়ক কপিল দেব বলে দিয়েছেন, এবার ইগো ছেড়ে জুনিয়রদের অধীনে খেলা উচিত কোহলির। আরেক প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল গাভাসকরেরও বক্তব্য, নিজে না ছাড়লে হয়তো বোর্ডই ছাড়িয়ে দিতে বিরাটকে। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সঞ্জয় মঞ্জরেকরও তেমনই মনে করছেন। তাঁর সাফ কথা, অধিনায়কত্ব যাবে, সেটা বুঝতেই পেরেছিলেন কোহলি। সেকারণেই তাঁর পদত্যাগ।

## টেস্ট অধিনায়ক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ লোকেশের

জোহানেসবার্গ, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : রাহুল কোনওরকম রাখঢাক না করে টেস্টে জাতীয় দলের অধিনায়ক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন লোকেশ রাহুল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে লোকেশ রাহুল জানিয়ে দেন, তাঁকে নিয়মিত টেস্ট অধিনায়ক করা হলে সম্মানিত বোধ করবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে লোকেশ বলেন, 'জোহানেসবার্গে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। এটা সত্যিই স্পেশাল ছিল। ফলাফল আমাদের অনুকূলে যায়নি। তবে আমার জন্য এটা শেখার ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বিষয় ছিল। দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া এমন একটা বিষয়, যেটা আমাকে সবসময় গর্বিত করবে। হ্যাঁ, যদি আমাকে নিয়মিত টেস্ট অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়, সেটা আমার কাছে বিশাল গর্বের বিষয় হবে। তবে এই মুহূর্তে ওসব নিয়ে ভাবছি না। আপাতত ওয়ান ডে সিরিজেই নজর রয়েছে আমার।" লোকেশ রাহুল স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়া সব ক্রিকেটারের কাছেই বড় বিষয়। এক্ষেত্রে তিনিও ব্যতিক্রমী নন।-হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

## অ্যাশেজ সিরিজ শেষে ধমকে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার পার্টি বন্ধ করল পুলিশ, ভাইরাল ভিডিও

সিডনি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : অ্যাসেজ সিরিজ শেষ হওয়ার পরে, অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা হোবার্টের একটি হোটেলে সারা রাত পার্টি করলেন। পার্টিতে সারা রাত ধরে হট্টগোল করলেন। এই কারণে শেষ পর্যন্ত পুলিশ ডাকতে হয়েছে। অবশেষে পুলিশ এসে তাদের পার্টি বন্ধ করে। ফক্স স্পোর্টসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দলটিতে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জো রুট এবং জেমস অ্যান্ডারসন ছাড়াও তিন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার অ্যালেক্স কেরি, ট্র্যাভিস হেড এবং ন্যাথন লিয়ঁ ছিলেন। পুলিশ সেখানে পৌঁছলে তাদের অ্যাসেজ পার্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর একটি ভিডিয়ো ইন্টারনেট মাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে। অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী সিরিজ জয়ের আনন্দে মেতেছিলেন অজি তারকারাও। কিন্তু সেই হইহুল্লোড়ের হ্যাপি এন্ডিং হল না। পুলিশ আধিকারিকরা এসে ক্রিকেটারদের পার্টি বন্ধ করতে বললেন।

আসলে হোবার্টেই ছিল ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্ট। ৪-০-য় অ্যাশেজ সিরিজের ফল অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে গেল অতীত করে নতুন উদ্যোমে খেলা শুরু করতে হবে। এই অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েই সতীর্থদের সঙ্গে সেলিব্রেশনে মেতেছিলেন ইংল্যান্ড ক্যাপ্টেন জো রুট। অন্যদিকে অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী সিরিজ জয়ের আনন্দে মেতেছিলেন অজি তারকারাও। হোবার্টের টিম হোটেলেই ছিলেন দুই দলের ক্রিকেটাররা। হোটেল রুমেই শুরু হয়ে যায় পার্টি। আর তার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে একটি ভিডিও। যেখানে দেখা যায় ইংলিশ ও অজি তারকাদের দ্রুত পার্টি বন্ধ করতে বলছেন পুলিশ আধিকারিকরা। জো রুট, জেমস অ্যান্ডারসন, নাথান লিওঁ ও ট্র্যাভিস হেডরা পুলিশের নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে সেলিব্রেশনে ইতি টানেন।

ভিডিওতে এক পুলিশকে বলতে শোনা যায়, "অত্যন্ত চড়া মিউজিক বাজানো হচ্ছে। যা অন্যদের অসুবিধার কারণ হতে পারে। সেই জন্যই আমাদের এখানে ডেকে পাঠানো হয়েছে। দ্রুত এই পার্টি বন্ধ করুন। ঘুমানোর সময় হয়েছে।" আরেক আধিকারিক আবার জানান, টিম হোটেলের তরফে অভিযোগ আসে। প্রায় ভোররাত পর্যন্ত নাকি উদ্দাম পার্টি চলছিল। সে খবর পেয়েই তাঁরা সোমবার ভোর ৬টা নাগাদ পৌঁছে যান হোবার্টের হোটেলে। যদিও সব ভুলে উন্মত্তের মতো পার্টি করার জন্য অবশ্য ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে আর কোনও আইনি পদক্ষেপ করা হয়নি। তবে কড়া মনোভাব দেখিয়ে তাসমানিয়া পুলিশ বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে, আইন সকলের জন্যই সমান হওয়া উচিত। উল্লেখ্য, প্রথম তিন টেস্টে হারের পর চতুর্থ টেস্টে ড্র করে ইংল্যান্ড। কোনওক্রমে চুনকাম হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায় দল। তবে পঞ্চম টেস্ট জিতে কামিন্সের নেতৃত্বে ৪-০-য় অ্যাশেজ ঘরে তোলে অজিবাহিনী।-


The Executive Engineer, Agartala Division No.V, PWD(REtB), Agartala invites sealed tenders vide **PNIT No. 18 /EE-V/ AGT/PWD(REtB)/21-22 Dated 13th Jan, 2022** for the works detailed below:

1. Mtc.of different roads under Agartala Division No. V, PWD (R&B)(CH. To 3054) / SH: Hiring of Vehicle 01 (one) No. Maruti Swift D'Zire / Maruti Swift/Maruti Baleno (Petrol/diesel running) of Manufacturing date 01/01/2019 onwards along with driver for use of the Executive Engineer, Agartala Division No.V, PWD (R&B), Netaji Chowmuhani, Agartala during the year 2021-2022.
**DNIT No:44/ DNIT/EE-V/AGT/PWD/2021-22**
**Estimated Cost: Rs.4,05,200/-, EMD: Rs.4,052/-**

2. Mtc.of different roads under Agartala Division No. V, PWD (R&B)(CH. To 3054) / SH: Hiring of Vehicle 01 (one) No. Maruti Eco (Petrol/CNG running) of Manufacturing date 01/01/2019 onwards along with driver for use of the S.D.O, Central VI Sub Division , PWD(R&B) ,A.D. Nagar Agartala during the year 2021-2022.
**DNIT No:45/ DNIT/EE-V/AGT/PWD/2021-22**
**Estimated Cost: Rs. 3,09,120/- EMD: Rs. 3091/-**

3. Mtc.of different roads under Agartala Division No. V, PWD (R&B)(CH. To 3054) / SH: Hiring of Vehicle 01 (one) No. Maruti Eco (Petrol/CNG running) of Manufacturing date 01/01/2019 onwards along with driver for use of the S.D.O, Central VIII Sub Division , PWD(R&B) , PWD Store Complex ,A.D. Nagar Agartala during the year 2021-2022.
**DNIT No:46/ DNIT/EE-V/AGT/PWD/2021-22**
**Estimated Cost: : Rs. 3,09,120/- EMD: Rs. 3091/-**

Tender forms may be collected from the office of the undersigned during the office hour w.e.f. 13.01.2022 and last date of dropping of tenders is **2nd Feb, 2022 up to 3:00pm.**
**Last Date of receipt of application for issue of tender form : 27th Jan 2022.**
**Last Date of issue of Tender form : 31st Jan 2022**
**Opening date of tender : 2nd Feb, 2022(if possible)**
**For details please see tender notice**

*For and on the behalf of the Government of Tripura*
**(Er. S.K.Nath)**
**P Executive Engineer**
**Agartala Division No.V, PWD(R&B)**
**Agartala, West Tripura.**
**ICA-C-3398/2021-22**



**CORRINGENDUM**
**(Tender ID: 2022_CEPWD_25564_1)**

Please read **"manufacturers/authorized dealers for Sales & Service of BLUESTAR /VOLTAS/ CARRIER/ HITACHI/ HAEIR having experience in similar nature of work & own service centre at Tripura"** instead of "manufacturers/ authorized dealers of BLUESTAR/VOLTAS/CARRIER /HITACHI/ HAEIR having experience in similar nature of work & service centre at Agartala" in the page No.5 & 8 at Para-1.

And,

Read **"The agency should ensure Guarantee of the A.0 machines to be installed for a period of 1(one) year after the date of commissioning. The agency/ dealer should furnish the dealership certificate meant for both Sales & Service of manufacturer's and also submit the document for having own service centre in Tripura. Otherwise, tender will be rejected"** instead of "The agency should ensure Guarantee of the A.0 machines to be install for a period of 1 (one) year after the date of commissioning." In the page No.65 at Sl.No.25 in special conditions of the DNIeT as published vide **PNIe-T NO:-54/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2021-22 dated: 13/01/2022 & DNIeT No. 40/EE/DNIeT/MECH.DIVN/2021-22 and Memo No. F.EEWTS/7(10)/2017-18/10007-69 dated:- 13/01/2022.**

Other contents of the above PNieT will remain unchanged.

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
**Executive Engineer**
**Mechanical Division, PWD(R&B),**
**Agartala,West Tripura.**
**ICA-C-3393/2021-22**



সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

**উন্নত মুদ্রণ**

**সাদা, কালো, রঙিন**
**নতুন ধারায়**

**রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস**

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com



**সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান**

সালমারি ঃ ১৯ জানুয়ারী, ২০২২
থাই ঃ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন, হল নং - ১, আগরতলা
জরা ঃ ফুঙ ৮.৩০ - ১০টা জরা

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি
শ্রী বিপ্লব কুমার দেব
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার।

সভাপতি
শ্রী রতন লাল নাথ
মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা ও আইন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।

সম্মানিত অতিথি
শ্রী এম. কে. জমাতিয়া
মাননীয় মন্ত্রী, জনজাতি কল্যাণ ও মৎস্য দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।

বিশেষ অতিথিবর্গ
ড. অতুল দেববর্মা (এম.এল.এ)
মাননীয় চেয়ারম্যান, ককবরক ভাষা উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটি।
শ্রী ব্রীজেশ পাণ্ডে (আই.এ.এস)
মাননীয় সেক্রেটারি, শিক্ষা দপ্তর।
বিশেষ অতিথিবর্গ
শ্রী আনন্দহরি জমাতিয়া (টিসিএস-এসএসজি)
অধিকর্তা, ট্রাইবেল রিসার্চ অ্যাণ্ড কালচারেল ইন্সটিটিউট, ত্রিপুরা সরকার।
শ্রী দশরথ দেববর্মা (টিসিএস - এসএসজি)
অধিকর্তা, ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।

অধিকর্তা
ট্রাইবেল রিসার্চ অ্যাণ্ড কালচারেল ইন্সটিটিউট
ত্রিপুরা সরকার

অধিকর্তা
ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

**সম্মাননা প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান**

তারিখ ঃ ১৯ জানুয়ারী, ২০২২ ইং
স্থান ঃ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন, হল নং - ১, আগরতলা, ত্রিপুরা
সময় ঃ বিকাল ৪টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি ঃ
শ্রী এম কে জমাতিয়া
মাননীয় মন্ত্রী, জনজাতি কল্যাণ ও মৎস্য দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।

সভাপতি ঃ
ড. অতুল দেববর্মা (এম.এল.এ)
মাননীয় চেয়ারম্যান, ককবরক ভাষা উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটি

সম্মানিত অতিথি ঃ
শ্রী পুনীত আগরওয়াল (আইএএস)
প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, জনজাতি কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।

বিশেষ অতিথিবর্গ ঃ
ড. বিশাল কুমার (আইএএস)
অধিকর্তা, জনজাতি কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।
শ্রী আনন্দহরি জমাতিয়া (টিসিএস-এসএসজি)
অধিকর্তা, ট্রাইবেল রিসার্চ অ্যাণ্ড কালচারেল ইন্সটিটিউট, ত্রিপুরা সরকার।
শ্রী দশরথ দেববর্মা (টিসিএস - এসএসজি)
অধিকর্তা, ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।

অধিকর্তা
ট্রাইবেল রিসার্চ অ্যাণ্ড কালচারেল ইন্সটিটিউট
ত্রিপুরা সরকার

অধিকর্তা
ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

**ICA-D-1668/2021-22**

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আসাম রাইফেলস ময়দানে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের মহড়া। মঙ্গলবার তোলা নিজস্ব ছবি।

# জনগণের সার্বিক কল্যাণে ভিশন ডকুমেন্টের কর্মসূচিগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রূপায়ণ করা হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।।** রাজ্যের জনগণের সার্বিক কল্যাণে ভিশন ডকুমেন্টের বিভিন্ন কর্মসূচিগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রূপায়ণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত করা হচ্ছে। পাশাপাশি ভিশন ডকুমেন্টের যে সমস্ত কর্মসূচি রূপায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বা চলছে তা সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে আরও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। দু'দিনব্যাপী সচিবালয়ের ১নং সভাকক্ষে রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। সভায় রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দপ্তর যে সমস্ত কাজে সফলতা অর্জন করেছে এবং আগামীতে কি কি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় জানান, রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের অন্যতম বিষয় ছিল রাজ্যের ক'ষকদের আয় দ্বিগুন করা। রাজ্য সরকারের এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ক'ষি দপ্তর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ করছে। এরমধ্যে রয়েছে খাদ্য শস্য উৎপাদন ব'দ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সরাসরি ক'ষকদের কাছ থেকে ধান কেনা, এফ সি আই ও পি ডি এস সিস্টেমের মাধ্যমে ধান সহ অন্যান্য খাদ্যশস্য কেনা এবং বিতরণের চেইন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি। তিনি জানান, ক'ষি দপ্তরের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে রাজ্যের ক'ষকদের বর্তমান মাসিক আয় বেড়ে ১১ হাজার ৯৬ টাকা হয়েছে। যা ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে ছিল ৬৫৮০ টাকা। আগামী ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের মধ্যে ক'ষকদের মাসিক আয় ১৩ হাজার ৫৯০ টাকা করার লক্ষ্যে দপ্তর পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। ক'ষি দপ্তরের সচিব আরও জানান, রাজ্যে এগ্রো এন্টারপ্রেনারশিপ স্থাপনে, ক'ষকদের ক'ষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করতে রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় ক'ষকবন্ধু কেন্দ্র স্থাপন করা রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টে উল্লেখ রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে দপ্তর রাজ্যে ৩৬টি ক'ষক বন্ধু কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই ২৪টি ক'ষকবন্ধু কেন্দ্র রাজ্যে চালু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১২টি ক'ষকবন্ধু কেন্দ্র শীঘই চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ক'ষি দপ্তরের সচিব জানান, রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের লক্ষ্য অনুসারে ক'ষকদের আয় দ্বিগুন করার লক্ষ্যে উদ্যান দপ্তর রাজ্যের বিখ্যাত কুইন প্রজাতির আনারসের সর্বোত্তম মানের উৎপাদন এবং বাণিজ্যিক বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহন করে কাজ করছে। গত আড়াই বছরে ৬ হাজার মেট্রিকটন কুইন প্রজাতির আনারস দুবাই, কাতার সহ বর্হিরাজ্যে বাজারজাতকরণ করা হয়েছে। সভায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও মৎস্য দপ্তরের প্রধান সচিব বি কে সাহু জানান, রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের লক্ষ্য অনুসারে রাজ্যের ক'ষকদের আয় দ্বিগুন করার জন্য প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও মৎস্য দপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। রাজ্যে দুধ উৎপাদন ব'দ্ধির লক্ষ্যে ী বাছুরের সংখ্যা বাড়াতে সে' সর্টেড সিমেন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ক'ত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

পাশাপাশি দুধ উৎপাদন ব'দ্ধির মাধ্যমে আয়ের সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে ডেয়ারি ক্ষেত্রে কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠনের উপর দপ্তর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এখন পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১১৯টি ডেয়ারি কো-অপারেটিভ সোসাইটি স্থাপন করা হয়েছে। এরমধ্যে ১৪টি সোসাইটি মহিলা দ্বারা পরিচালিত। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ক'ষকদের আয় দ্বিগুন করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরনে রাজ্য সরকার শুরু থেকেই ক'ষি, পশুপালন, মৎস্য, ডেয়ারি সহ অন্যান্য প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। রাজ্যে মাছের চাহিদা পূরণে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে অনেকেই বায়োফ্লক পদ্ধতির মাধ্যমে মাছ চাষে আগ্রহী। তাদেরকে চিহ্নিত করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মৎস্য দপ্তরের প্রধান সচিবকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় শিক্ষা ও বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব বিজেশ পাণ্ডে জানান, রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের লক্ষ্য অনুসারে বিদ্যুৎ দপ্তর সমস্ত সরকারী ভবন এবং জনগনের সুযোগ সুবিধা সম্বলিত স্থানে পূণর্নবীকরনযোগ্য শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত তিনজন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া/ কল্যাণপুর, ১৮ জানুয়ারি।।** একটি বালি বোঝাই গাড়ির ধাক্কায় বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে বাইক চালক ও এক আরোহী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। ঘটনা আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে মুঙ্গিয়াকামী থানা এলাকার ৩৭ মাইলে। আহত বাইক চালক ও আরোহীকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়,বালি বোঝাই গাড়ি এবং মোটর বাইকের সংঘর্ষে আহত বাইক চালক এবং আরোহী। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন ৩৭ মাইল এলাকায়। আহত শুভাশিস শিব জানিয়েছেন, তিনি তার সহকর্মী রূপা শর্মাকে নিয়ে ৩৭ মাইল এলাকায় আসতেই বালি বোঝাই গাড়িটি তার বাইকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে দু'জনই আহত হয়। বর্তমানে তাদের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, কল্যাণপুরে যেন পথ দুর্ঘটনা লেগেই আছে। কল্যাণপুর থানা এলাকায় ভেঙে পড়েছে ট্রাফিক ব্যবস্থা। প্রতিনিয়ত হচ্ছেনা নাকা চেকিং। শীতঘুমে কল্যাণপুর থানার পুলিশ বাবুরা। এখন যেন কল্যাণপুরে একের পর এক দুর্ঘটনা লেগেই আছে। প্রশ্ন উঠছে এর জন্য দায়ী কে ? কল্যাণপুরে তোতা বাড়ি এলাকায় এক পথ দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবার ঘটলো দুর্ঘটনা। আজ মঙ্গলবার সকালে কল্যাণপুর থানা এলাকার খোয়াই তেলিয়ামুড়া সড়কের উপর কমলনগরে লরি এবং বাইকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধে। প্রাপ্ত খবরে জানা যায় খোয়াই ধলা বিল এলাকার বাসিন্দা পেশায় ও এন জি সি এর ওয়ার্কার যুবক অজিত শীল ভাই কি করে খোয়াই থেকে তেলিয়ামুড়া যাবার পথে কমলনগর এলাকায় একটি লরির সাথে সংঘর্ষ বাধে।

যার কারণে আহত হয় বাইক চালক। চালককে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক খোয়াই জেলা হাসপাতালে রেফার করে। যুবকের পায়ে আঘাত লাগে বলে জানা যায়। পথদুর্ঘটনা কল্যাণপুর কে কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। লরি গাড়ির নাম্বার হলো এএস০১ - এমসি - ৯২৩৭ অপরদিকে বাইকটির নম্বর হলে টিআর-০৬-সি-৫০৩০। বাইক এবং লরি টিকে আটক করে পুলিশ।

## দৈনিক সংক্রমণ কমে ২.৩৮ লক্ষাধিক, ভারতে করোনা- মুক্ত ৯৪.০৯ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): জানুয়ারির মাসের শুরু থেকে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার, ভারতে ফের নিম্নমুখী দৈনিক কোভিড-সংক্রমণ। তবে, আক্রান্তের সংখ্যা এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ০১৮ জন, এই সংখ্যা আগের দিনের তুলনায় ২০ হাজার ০৭১ কম। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৩১০ জন রোগীর, মৃত্যুর সংখ্যাও কমেছে। দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ১৪.৪৩ শতাংশ।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১,৭৩,৬৬,২৮-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৮০,২৮৭ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ৪.৬২ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৭৯ লক্ষ ৯১ হাজার ২৩০ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৫৮,০৪,৪১,৭৭০ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৮,৮৯১-তে পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩১০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৮৬,৭৬১ জন (১.২৯ শতাংশ)। সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,৫৭,৪২১ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৫৩,৯৪,৮৮২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৪.০৯ শতাংশ। নতুন করে ২,৩৮,০১৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ভারতে মোট কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৭৬,১৮,২৭১ জন।

সেই মতো চলতি মাসের ৩ তারিখ থেকে দেশজুড়ে ১৫-১৮ বছর বয়সিদের টিকাকরণ শুরু হয়েছে। মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে ৩ কোটি ৪৫ লক্ষেরও বেশি কিশোর-কিশোরী ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ পেয়ে গিয়েছেন।

# প্রয়োজন ছাড়া করোনা রোগীদের স্টেরয়েড নয়, নতুন নির্দেশিকায় জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে করোনা চিকিৎসার নির্দেশিকায় বেশ কিছু পরিবর্তন করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। মৃদু, মাঝারি ও জোরাল উপসর্গের রোগীর চিকিতার ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে এই নির্দেশিকা। মঙ্গলবার এটি জারি করা হয়েছে এইমস, আইসিএমআর-এর তরফে।

ষাট বছরের বেশি বয়সীদের হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, এইচআইভি, টিবি, পুরনো ফুসফুসের সমস্যা, কিডনি, লিভারের রোগ রয়েছে তাদের তীব্র সংক্রমণ ও মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে। মলনুপিরাভির ও মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডির মতো অ্যান্টিভাইরাল ব্যবহার করা যাবে না। একইসঙ্গে রাখা হয়নি অ্যান্টিবায়োটিক ও ভিটামিনকেও। যেসব রোগীর জ্বর রয়েছে অথচ শ্বাসকষ্ট নেই তারাই মৃদ অসুস্থ বলে মনে করা হচ্ছে। এদের মেনে চলতে হবে দূরত্ববিধি, ঘরের মধ্যে থাকলেও ব্যবহার করতে হবে মাস্ক, নিয়মিত মাপতে হবে শরীরের তাপমাত্রা ও অক্সিজেন স্যাচুরেশন। আর এই ধরনের যে সব রোগীর মধ্যে যাদের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে, অক্সিজেন স্যাচুরেশন ৯৩ শতাংশের নীচে, বেশি জ্বর, ৫ দিনের বেশি সর্দি রয়েছে তাদের ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

যেসব রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের হার মিনিটে ২৪ এর কম, অক্সিজেন স্যাচুরেশনের হার ৯০-৯৩ শতাংশ তারাই হালকা আক্রান্ত বলে মনে করা হবে। এদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। অক্সিজেন দেওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে। যেসব রোগীর অক্সিজেনের প্রয়োজন নেই তাদের স্টেরয়েডের প্রয়োজন রয়েছে এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং আগেভাগে এর ব্যবহার হলে এতে অন্য কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। হতে পারে মিউরক মাইকোসিসের মতো রোগ।

যে সব রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের হার ৩০ এর কম, শ্বাসকষ্ট রয়েছে ও রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা ৯০ শতাংশের কম তারাই গুরুতর আক্রান্ত। এদের আইসিইউ ওয়ার্ডে রাখতে হবে। এদের জন্য রেসপিরেটরি সাপোর্টে রাখাতে হবে। অক্সিজেনের বেশি প্রয়োজন হলে এইচএফএনসি ব্যবহার করতে হবে। এইসব রোগীর ক্ষেত্রে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটারি থেরাপি ব্যবহার করা যাবে। যাদের টানা ১০ দিন মাঝারি ও জোরাল অসুস্থতা রয়েছে, অক্সিজেনের প্রয়োজন হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে রেমডেসিভির ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে যারা আইএমভি বা একমো সাপোর্ট রয়েছেন তাদের জন্য এই ওষুধ নয়। প্রয়োজনে ৫ দিন ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে যাদের অক্সিজেনের প্রয়োজন নেই বা বাড়িতেই রয়েছেন তাদের জন্য ব্যবহার নয়।

# বগাফা ব্লকের অধীনে ৫০ জন সুবিধাভোগীকে মাছের রেনু বিতরন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৮ জানুয়ারি।।** এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বগাফা ব্লকের অধীনে ৫০ জন বেনিফিসারীকে মাছের রেনু বিতরন করাহয়। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর জোজনার মাধ্যমে লোকজনদের আর্থিক সাবলম্বী করেগড়েতোলার লক্ষ্যে রাজ্যসরকার বিগতদিনে লোকজনদের সাহায্যের হাত বাড়ীয়েদিয়েছে। এরইমধ্যে বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস ব্লকের অধীনে বিভিন্ন পঞ্চায়েতের লোকজনদের সাহায্যে প্রতিনিয়ত কাজকরেযাচ্ছে।

পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাসের উদ্দ্যোগে মৎস্য দপ্তরের সহায়তায় মঙ্গলবার বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বেনিফিসারী নির্ধারন করে বিজ্ঞান ভিত্তিক মৎস্যচাষের উপর বিশেষ প্রশিক্ষন শিবির ও কর্মশালার আয়োজন করাহয়। করোনা মহামারির জন্য সমস্তপ্রকারের বিধিনিষেধ মেনে সামাজিক দুরত্ব বজায়রেখে অল্প সংখ্যক বেনিফিসারীদের নিয়ে এই প্রশিক্ষন প্রদানকরাহয়।

প্রশিক্ষন শেষে ব্লকের অধীনে ৫০ জন বেনিফিসারীদের হাতে মাছের রেনু তুলেদিলেন বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ও ফিসারী দপ্তরের আধিকারিক। আজকের এই কর্মসূচীনিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বক্তব্য তুলেধরেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস। তিনি জানান এইধরনের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী আগামীদিনেও জারিথাকবে। বগাফাব্লকের এইধরনের কর্মসূচীরফলে সকলে খোবই খুশি।

## কেরলে ওমিক্রনে সংক্রমিতআরও ৬৩ সংক্রমিত বেড়ে ৫৯১

তিরুবনন্তপুরম, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): কেরলে ওমিক্রনের প্রকোপ কমছেই না, দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে করোনার নতুন রূপে সংক্রমিত হয়েছেন আরও ৬৩ জন। নতুন করে ৬৩ জন আক্রান্ত হওয়ার পর কেরলে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৯১। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা, ইতিমধ্যেই ভারতের ২৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রন। কেরলে মঙ্গলবার আরও ৬৩ জনের শরীরে ওমিক্রনের হদিশ মিলেছে।

কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার নতুন করে ৬৩ জন আক্রান্ত হওয়ার পর কেরলে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৯১। ৫৯১ জনের মধ্যে ৪০১ জন কম-ঝুঁকিপূর্ণ দেশ থেকে এসেছেন, ১০১ জন এসেছেন উচ্চঝুঁকিপূর্ণ দেশ থেকে। ৭০ জন ওমিক্রন আক্রান্তের সংস্পর্শে এসে সংক্রমিত হয়েছেন এবং ১৯ জন অন্যান্য রাজ্য থেকে এসেছেন।

# তেলেঙ্গানা-ছত্তিশগড় সীমানায় নিকেশ ৪ মাওবাদী, গুলিবিদ্ধ একজন জওয়ান

রায়পুর, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): মাওবাদী-দমন অভিযানে আবারও বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। তেলেঙ্গানা-ছত্তিশগড় সীমানায় এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৪ জন মাওবাদী। ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় এদিনই অপর একটি এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে একজন মহিলা মাওবাদী। তেলেঙ্গানা-ছত্তিশগড় সীমানায় অভিযান চলাকালীন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন গ্রেহাউন্ড বাহিনীর একজন জওয়ান। ওই জওয়ানকে ওয়ারাঙ্গালের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ছত্তিশগড়ের বস্তার ডিভিশনের আইজি পি সুন্দররাজ জানিয়েছেন, মাওবাদী নেতা সুধাকার ও কমপক্ষে ৪০ জন মাওবাদীর গতিবিধি।

বিজেপির উদ্যোগে আগরতলায় মাস্ক বিতরণ কর্মসূচি। মঙ্গলবার তোলা নিজস্ব ছবি।

# শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়ে পরিষেবা তলানিতে পৌঁছেছে, জনমনে ক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৮ জানুয়ারি।।** মহিলা ডি সি এম এর খামখেয়ালীপনায় শান্তিরবাজার মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে পরিষেবা তলানিতে পৌঁছেছে বলে অভিযোগ। শান্তির বাজার মহকুমা শাসক অর্ঘ্য সাহা থাকাকালিন সময়ে ডি সি এম সপ্তপর্নী মজুমদার ও অর্ঘ্য সাহা প্রতিনিয়ত নিজেদের দায়িত্ব এরিয়েচলতো। এতেকরে সকলকে অসুবিধার সন্মুখিন হতেহতো। বর্তমানে মহকুমা শাসকের দায়িত্ব অভেদানন্দ বৈদ্য পাবারপরথেকে প্রতিনিয়ত লোকজনদের পরিষেবা প্রদানে মহকুমার লোকজনদের অসুবিধায় ঝাপিয়ে পরছে।

শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য ও ডি সি এম প্রীতম সরকার প্রতিনিয়ত অক্লান্ত পরিশ্রমকরেযাচ্ছে। উনারা শান্তির বাজার মহকুমাকে সাজিয়ে তুলতে ও মহকুমাবাসীর সুবিধার্থে কাজকরেযাচ্ছে। এরইমধ্যে মহকুমা শাসককে বদনাম করতে ও মহকুমাশাসকের কার্যালয়ের পরিষেবা থেকে লোকজনদের বঞ্চীত রাখতে খামখেয়ালির সাথে কাজকরেযাচ্ছে ডি সি এম সপ্তপর্নী মজুমদার এমনটাই অভিযোগ। জানাযায় ডি সি এম মহোদয়া নিজ খেয়ালখুশি মতো অফিসে আসেন আরযান এমনটাই অভিযোগ। ডি সি এম অফিসে দেরিতে আসার বিষয়টি মহকুমা শাসক জানেন বলে জানাযায়।

মহকুমাশাসক ডি সি এম সপ্তপর্নী মজুমদারকে সময়মতো অফিসে আসার উপদেশ দিলেও তিনি কোনোপ্রকার কর্নপাত করেননি বলে অভিযোগ। অপরদিকে ডি সি এম মহোদয়া প্রতিনিয়ত দুপুর ২ টা নাগাদ খাবর খেতে গিয়ে নিজ বাসভবনে দুই থেকে ৩ ঘন্টা ঘুমিয়ে হেলেদোলে অফিসে আসেন বলে অভিযোগ। এতেকরে উনার দায়িত্বে থাকা কাজগুলি জমেথাকে ও লোকজন পরিষেবা থেকে বঞ্চীত থাকে। মঙ্গলবার মহকুমার দুরদুরান্ত থেকে লোকজনেরা মেরেজ সার্টিফিকেটের ভেরিফিকেশন এরজন্য মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে বেলা আনুমানিক ১১ টা নাগাদ আসেন। কিন্তু তাদেরকে সন্ধ্যা আনুমানিক ৫ টা ৩০ মিনিট নাগাদ ভেরিফিকেশনএর জন্য ডাকাহয়।

সারাদিন উনারা দুরদুরান্ত থেকে এসে নাখেয়ে অফিসে বসেথাকে। জানাযায় ডি সি এম সপ্তপর্নী মজুমদার অফিসে দেরিতে এসে বেলা আনুমানিক ২ টা ১৫ মিনিট নাগাদ ভাত খেতেগিয়ে বেলা আনুমানিক ৪ ঘটিকায় অফিসে আসে। পরবর্তী সময় অফিসে এসে কিছুসময় সি এল আর সেকশানে সময় কাটান। তারকিছুসময় পর মহিলাদের ভেরিফিকেশন এর জন্য ডাকাহয়। এতেকরে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের পরিষেবার উপর সকলে ক্ষুব্ধহয়েপরে। সকলে চাইছে এইসকল বিষয়ে মহকুমাশাসক নজরদিক। সকলে আশাবাদী মহকুমা শাসক লোকজনের উন্নয়নস্বার্থে কাজ করবে। এখন দেখার বিষয় এই বিষয়ে মহকুমা শাসক কিপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

# তীব্র জলকষ্টে ভুগছেন আমবাসা পুর পরিষদের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।।** ধলাই জেলার আমবাসা পৌর পরিষদের ৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় পানীয় জলের সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। টানা পাঁচ দিন ধরে ওই ওয়ার্ড এলাকার জনগণ পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছেন না। ফলে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বিস্তীর্ণ এলাকার সাধারণ মানুষ জন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, জলের জন্য আমবাসা পৌর পরিষদ এলাকায় হাহাকার শুরু হয়েছে। আমবাসা পৌর পরিষদের ৭ নং ওয়ার্ড এলাকায় আজ পাঁচ দিন ধরে জল নেই। জলের সমস্যায় ভুগছে ওয়ার্ডের এলাকাবাসীরা। মঙ্গলবার বাধ্য হয়ে আমবাসা পুর পরিষদে জলের জন্য বিক্ষোভ দেখায় এলাকার লোকজন। কিন্তু এলাকাবাসীরা আমবাসা পুরপুরিষদে এসে পৌর পরিষদের কোন আধিকারিকের দেখা পাননি। তাই বাধ্য হয়ে কোন আধিকারিকের দেখা না পেয়ে এলাকাবাসীরা ফিরে যায়। ওয়ার্ডটি বাজার এলাকায় অবস্থিত। বাজার এলাকার মধ্যে পাঁচ দিন ধরে জলের দেখা নেই। যার ফলে সমস্যায় পড়তে হয়েছে এলাকার মানুষদের। দাবি উঠেছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের। অবিলম্বে পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা না হলে এলাকার লোকজন বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।